রাষ্ট্রসংঘ কীসের জন্য, গাজা ইস্যুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের ক্ষোভ

● ● ● ●

সারে-জমিন

খাটিয়ায় দড়ি বেঁধে রোগী গেলেন হাসপাতালে

রূপসী বাংলা

ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়ছে

সম্পাদকীয়

একজন একা মানুষ: এই শহরে

রবি-আসর

অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের লালগোলার জাহিরের ক্রিকেট ঝড় পাটনায়

● ● ● ●

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৯ নভেম্বর, ২০২৩
২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 18 ■ Issue: 311 ■ Daily APONZONE ■ 19 November 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


**প্রথম নজর**

## আজ ফাইনাল বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে উন্মাদনা

**আপনজন ডেস্ক:** 'মিশন ওয়ার্ল্ডকাপ' এখন নাম বদলে 'মিশন আমেদাবাদ' আজ এক লাখ ৩২ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া । তৃতীয়বার ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া । তেমনই ষষ্ঠবার জয় তুলে নিতে মরিয়া অজিরাও । বিশ্বকাপে এই মহারণে শেষ হাসি হাসবেন কারা? তার উত্তর লুকিয়ে আছে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের ২২ গজের গভীরে । তবে বিগ ব্যাটেল জিততে হলে আরও কিছু ছোট ছোট লড়াইও জিততে হবে 'মেন ইন ব্লু'-কে ।
টুর্নামেন্ট জুড়ে এখনও অজেয় ভারতীয় দল । বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ার থেকে বল হাতে মহম্মদ শামি, কুলদীপ যাদব সকলেই রয়েছেন অনবদ্য ফর্মে । কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার 'ম্যান মার্কিং' কৌশল ভাঙতে না পারলে তা বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে টিম ইন্ডিয়ার জন্য । ভারত অধিনায়ক রোহিত নিজেকে ব্যবহার করেছেন সুইসাইড বম্বার-এর মতোই । চলতি বিশ্বকাপে পাওয়ার প্লে-র ফায়দা তুলতে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন তিনি । হিটম্যানের ধ্বংসাত্মক ব্যাটের সামনে খেই হারাচ্ছে প্রতিপক্ষ । কোহলি, মুহাম্মদ শামির দুরন্ত ফর্মকে ঢাল করতে চায় ভারতীয় দল।

# যোগী রাজ্যে পণ্যের হালাল সার্টিফিকেট নিষিদ্ধের মুখে!

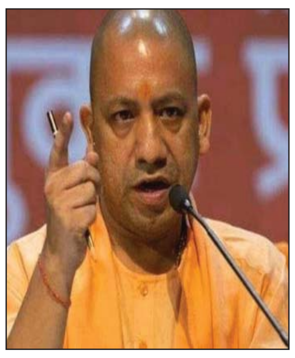

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):

**আপনজন ডেস্ক:** উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার হালাল শংসাপত্র সম্পর্কিত পণ্য বিক্রির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। এ বিষয়ে শনিবার রাজধানী লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সমাজকর্মী শৈলেন্দ্র শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে হজরতগঞ্জ কোতোয়ালিতে হালাল সার্টিফিকেশন দেওয়ার পরে পণ্য বিক্রিকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড চেন্নাই, জমিয়ত উলেমা হিন্দ হালাল ট্রাস্ট দিল্লি, হালাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া মুম্বাই, জমিয়ত উলেমা মহারাষ্ট্র মুম্বাইয়ের মতো হালাল সার্টিফিকেশন সহ পণ্য বিক্রিকারী অজানা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিধানের অধীনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, উত্তর প্রদেশে হালাল শংসাপত্র সম্পর্কিত পণ্য নিষিদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। লখনউয়ের আইশবাগের বাসিন্দা সমাজকর্মী শৈলেন্দ্র শর্মার অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশে হালাল শংসাপত্রের নামে কেলেঙ্কারি চলছে এবং হালাল শংসাপত্র সহ অনেক পণ্য বিক্রি হচ্ছে। সব হালাল পণ্যের মধ্যে দুগ্ধজাত পণ্য, চিনি, লবণ, মসলা, সাবান, কাপড়ও হালাল ঘোষণা করা হচ্ছে। শর্মার আরও অভিযোগ, সাধারণ নাগরিকদের জন্য ব্যবহৃত পণ্যের ওপর হালাল সার্টিফিকেট ইস্যু করে অন্যায্য অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। যেসব পণ্যের হালাল সার্টিফিকেট নেই সেই সব পণ্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে না কিনতে প্রভাবিত করা হচ্ছে। ফলে, একটি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গোটা বিষয়টি নজরে নিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন। এটি উল্লেখ করা উচিত যে খাদ্য, প্রসাধনী এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত পণ্যগুলির জন্য হালাল সার্টিফিকেশন করা হয় এবং এই শংসাপত্রটি একটি গ্যারান্টি যে পণ্যগুলি ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। এটি ভোক্তাদের জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যে এতে কোন নিষিদ্ধ পদার্থ (শূকরের মাংস ইত্যাদি) নেই। অপবিত্র বলে বিবেচিত কোন কিছুই কোনভাবেই ব্যবহার করা হয়নি। উল্লেখ্য, এর আগেও দেশে হালাল পণ্য নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তবে, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে হালাল পণ্য নিষিদ্ধ হতে পারে উত্তরপ্রদেশে।

### 'দ্য স্টেট অফ মুসলিম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক বিশ্লেষণ রিপোর্ট

# দশ বছরে শিক্ষায় রাজ্যে মুসলিম ছেলেদের টপকে মুসলিম মেয়েরা শীর্ষে উঠে এসেছে

**জাইদুল হক**

**আপনজন:** সাচার কমিটির রিপোর্ট ২০০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের আর্থ সামাজিক অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের। তার পর প্রায় দু দশক অতিক্রান্ত হতে চলল, কোনও রাজ্যেরই সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে তেমন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। সেই পরিস্থিতির মধ্যে মুসলিমদের আর্থ সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। সাচার রিপোর্ট পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা ও একটি বেসরকারি সংস্থা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করায় বোঝা যায় মুসলিমদের অবস্থা যে তিমিরে ছিলেন প্রায় সেই তিমিরেই রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত অবস্থানগত রিপোর্ট মুসলিম সমাজে শিক্ষার ধারায় যে পরিবর্তন এসেছে তার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। দেশের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন দিল্লির 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রিশন (ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়)-এর এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অরুণ সি মেহতা কেন্দ্রীয় সরকারের দুই সংস্থা ইউনিফাইড ডিস্ট্রিক্ট সিস্টেম অফ এডুকেশন (UDISE) ও অল ইন্ডিয়া সার্ভে অফ হায়ার এডুকেশন (AISHE) -এর গত এক দশকের তথ্য বিশ্লেষণ করে এক বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক অরুণ সি মেহতা দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রাক্তন হওয়া উপচার্য অধ্যাপক নাজমা আখতারের ভূমিকা সম্বলিত সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক রিপোর্ট পেশ করেছেন যার শিরোনাম হলম 'দ্য স্টেট অফ মুসলিম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ ডেটা ড্রাইভেন অ্যানালসিস'।
২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করা এই রিপোর্টে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশজুড়ে উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েরা বেশি ভর্তি হওয়ায় স্কুলে মুসলিম শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বেশি। যদিও প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েরা কম, তবুও এখানে লিঙ্গ সমতা সমস্ত শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল।
২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, যদিও প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) মুসলিমদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা ভাল ছিল, তবে মোট তালিকাভুক্তির তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। যদিও প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়নি কেন, তবে একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এই সময়ের পূর্ববর্তী বছরগুলিতে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাতের অবনতি। ২০০৮-১০ সালে জন্মের সময় ভারতের লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯০৫, যা ২০১২-১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় যোগদানকারী শিশুদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে।
আদমশুমারি কমিশনারের কার্যালয় দ্বারা পরিচালিত নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থা (এসআরএস) অনুসারে, এই অনুপাতটি ২০১৫-১৭ সালে সর্বনিম্ন ৮৯৬ পর্যন্ত খারাপ হতে থাকে, যা ২০১৮-২০ সালে ৯১০-এ উন্নীত হয়েছিল। যেহেতু ২০২১-২২ সালে প্রাথমিক স্তরে যাওয়া শিশুরা ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, যখন জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ক্রমাগত খারাপ হচ্ছিল, তাই এটি যৌক্তিক যে বছরের পর বছর ধরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা প্রাথমিক স্তরে যোগদান করবে। ২০১৬ সাল থেকে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাতের উন্নতি আগামী বছরগুলিতে প্রাথমিক তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে আরও বেশি লিঙ্গ সমতা প্রতিফলিত করা উচিত। যদিও সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের লিঙ্গ অনুপাত বেশি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও এটি হ্রাস পাচ্ছে, যার কারণে মুসলিম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রেও লিঙ্গ সমতা সূচক হ্রাস পাচ্ছে।
এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বেশি হতে পারে, তবে মুসলিম শিক্ষার্থীরা উচ্চতর স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় বলে মনে হয়। মুসলিম পড়ুয়াদের ছোট অংশ ছিল মেয়ে। কিন্তু প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত স্তরে ক্রমে ক্রমে তাদের উন্নতি হয়। যাইহোক, মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের একটি উচ্চতর অংশ পরবর্তী স্তরে জায়গা করে নেয়।
এ সম্পর্কে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনইউইপিএ) প্রাক্তন অধ্যাপক অরুণ সি মেহতা বলেছেন, বিভিন্ন একাডেমিক পর্যায়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই এই ড্রপ-আউটের কারণগুলি শনাক্ত করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে।
ইউডিআইএসই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) স্কুল ছাড়ার সম্ভাবনা সব সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি।
ইউডিআইএসই প্লাসের তথ্য শিক্ষা মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং এতে সারা ভারত স্তরে স্কুল শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এবং সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য রাজ্য-নির্দিষ্ট বিবৃতি রয়েছে। শিক্ষাবিদ অরুণ সি মেহতা কর্তৃক ইউডিআইএসই প্লাস ২০২১-২২ ডেটা বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন, মাত্র ৭৬.৩৭% মুসলিম শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের পরে শিক্ষার পরবর্তী স্তরে রয়ে গেছে, যেখানে জাতীয় গড় ৮১.২%। মেহতা ২০০২ থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনআইইপিএ) দ্বারা পরিচালিত ডিআইএসই প্রকল্পের শীর্ষে ছিলেন। তারপর থেকে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়।
ইউডিআইএসই প্লাস তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমদের মধ্যে স্কুল শিক্ষা ধরে রাখার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ ব্যবধান রয়েছে। ২০২১-২২ সালে মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম মেয়েদের পড়ার হার ৭৪.৭৮ শতাংশ এবং সেখানে মুসলিম ছেলেদের হার ৬৬.৫৬ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও মুসলিম মেয়েদের শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার হার বেশি ছেলেদের তুলনায়। মেয়েরা যেখানে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৪৭.৭১ শতাংশ পড়ে সেখানে ছেলেদের হার ৩৯.৭১ শতাংশ।
স্কুল ছুট নিয়ে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ বর্ষের মধ্যে দেশজুড়ে প্রাথমিকে মুসলিম মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি স্কুল ছুট। প্রাথমিকে মুসলিম ছেলেদের স্কুল ছুটের হার ৫৪.৮১ শতাংশ। অথচ মুসলিম মেয়েদের স্কুল ছুটের হার ৪৫.১৯ শতাংশ। আপার প্রাইমারিতে মুসলিম মেয়েদের স্কুল ছুটের হার বেশি। ছেলেদের স্কুল ছুটের হার যেখানে ৪৮.৯৭ শতাংশ সেখানে মেয়েদের হার ৫১.০৩ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম ছেলেদের স্কুল ছুটের হার ৪৮.৩৫ শতাংশ আর মেয়েদের ৫১.৬৫ শতাংশ।
তবে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের স্কুলের যাওয়ার হার বেশ কয়েকটি রাজ্যের থেকে বেশি।
২০২১-২২ বর্ষের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উত্তরপ্রদেশে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি স্তরে মুসলিমদের স্কুলে যাওয়ার হার ৭৪.৬৮ শতাংশ, অসমে ৭০.৬৮ শতাংশ, হরিয়ানায় ৮৫.৭৩ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৭৩.৮৫ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের হার ৮৬.০৪ শতাংশ। কিন্তু সেকেন্ডারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে কিন্তু অনেক রাজ্যের থেকে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। সেকেন্ডারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম পড়ুয়াদের হার যেখানে ৮০.৪২ শতাংশ, সেখানে হরিয়ানায় ৮২.২৬ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৮৬.৮১ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৯১.১১ শতাংশ।
পশ্চিমবঙ্গে হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বেশি। সারা ভারতের ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের তুলনায় প্রাথমিক স্তরে বেশি মুসলিম ছেলেরা ভর্তি হলেও মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের স্কুল ছুট হওয়ার হারও বেশি। প্রাথমিক স্তরে ৩.৭২% মুসলিম ছেলে এবং ৩.২২% মেয়ে স্কুল ছুট হয়। ফলস্বরূপ, যদিও মুসলিম ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েদের ধরে রাখার হার কম, তবুও মুসলিম ছেলেদের তুলনায় উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত মুসলিম মেয়েরা বেশি।
বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া সমস্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলিম মেয়েরা ৪৮.৬৮% তবে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শতাংশ বেড়ে ৫০.২০%, মাধ্যমিক স্তরে ৫০.৯১% এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৫২.৪২%।
২০২১-২২ বর্ষের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার কম। কিন্তু সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের তুলনায় মুসলিম মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বেশি। যদিও ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ বর্ষের সার্বিক বিচারে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি সব স্তরেই মুসলিম মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বেশি ছিল।
২০২১-২২ বর্ষের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে মুসলিম ছেলেদের ভর্তির হার ৫১.৫৯ শতাংশ সেখানে মুসলিম মেয়েদের হার ৪৬.২২ শতাংশ।
আপার প্রাইমারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের পড়ুয়ার হার ২৭.৫২ শতাংশ সেখানে মুসলিম মেয়েদের হার ২৬.৬২ শতাংশ।

*'দ্য স্টেট অফ মুসলিম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ ডেটা ড্রাইভেন অ্যানালসিস' শীর্ষক রিপোর্ট*

অথচ, সেকেন্ডারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের পড়ুয়ার হার যেখানে ১৩.১৯ শতাংশ সেখানে মুসলিম মেয়েদের হার ১৫.০৫ শতাংশ। হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে মুসলিম ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার অনেক বেশি। ছেলে পড়ুয়ার হার যেখানে ৭.৭০ শতাংশ সেখানে মুসলিম মেয়েদের হার ১২.১১ শতাংশ।
এই রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, তা হল পশ্চিমবাংলায় মুসলিম ছেলেদের তুলনায় দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে মুসলিম মেয়েরা। রিপোর্টে অবশ্য এর কারণ বিশ্লেষণ করা হয়নি। যদিও আমারা বিগত কয়েক বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সত্যিই মুসলিম ছাত্রদের তুলনায় মুসলিম ছাত্রী বেশি। তারা এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থানও করে নিচ্ছে। মুসলিম মেয়েরাও প্রথম হওয়ার নির্দশন রয়েছে।
এই সাফল্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন তৃণমূল শাসনামলে মুসলিমরা এগিয়ে আসছে শিক্ষায়। তবে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষায় পরিবর্তন এসেছে। একটু পিছনে ফিরে বাম জমানায় নজর রাখলে দেখা যাবে সে সময় মুসলিম মেয়েরা মুসলিম ছেলেদের তুলনায় সত্যিই পিছিয়ে ছিল। সাচার কমিটির রিপোর্টার পর মুসলিমরাও সচেতন হওয়ায় মেয়েদেরকেও তারা শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের এই সাফল্য আনন্দ এনে দিলেও মুসলিম ছেলেদের মধ্যে কেন উচ্চ শিক্ষার প্রবণতা কমছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। কেন প্রাথমিকে বা আপার প্রাইমারিতে তাদের ভর্তির হার মেয়েদের থেকে বাড়লেও কমছে কেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে তারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, মুসলিম সমাজে মেয়েদের যেমন এগিয়ে যেতে হবে শিক্ষায়, তেমনি মুসলিম ছেলেদেরও সমানভাবে শিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। তার সমাধান খুঁজতে হবে মুসলিম সমাজকেই। নচেৎ মুসলিম সমাজ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকবে।

**Table 10: State-wise Distribution of MUSLIM Enrolment at Different Levels of Education to Total State Enrolment, 2021-22**

| Year | Primary | | | Upper Primary | | | Secondary | | | Higher Secondary | | | Total Enrolment: Grades I to XII | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Girls | Boys | Total | Girls | Boys | Total | Girls | Boys | Total | Girls | Boys | Total | Girls | Boys | Total |
| A & N Islands | 41.52 | 42.32 | 41.92 | 26.12 | 27.25 | 26.69 | 16.78 | 16.45 | 16.62 | 15.57 | 13.98 | 14.77 | 2967 | 3039 | 6006 |
| Andhra Pradesh | 50.81 | 51.83 | 51.34 | 26.42 | 25.97 | 26.19 | 14.72 | 14.22 | 14.46 | 8.05 | 7.97 | 8.01 | 281321 | 297272 | 578593 |
| Arunachal Pradesh | 54.68 | 55.93 | 55.33 | 22.47 | 23.21 | 22.86 | 12.92 | 12.76 | 12.84 | 9.92 | 8.09 | 8.97 | 2167 | 2335 | 4502 |
| Assam | 53.51 | 59.02 | 56.16 | 28.39 | 25.98 | 27.23 | 13.16 | 10.30 | 11.79 | 4.94 | 4.70 | 4.82 | 1476087 | 1367962 | 2844049 |
| Bihar | 54.57 | 57.97 | 56.24 | 28.21 | 26.32 | 27.28 | 11.81 | 10.35 | 11.09 | 5.41 | 5.36 | 5.39 | 1967064 | 1893096 | 3860160 |
| Chandigarh | 44.56 | 45.34 | 44.97 | 28.28 | 28.70 | 28.50 | 17.57 | 16.61 | 17.06 | 9.59 | 9.35 | 9.46 | 6100 | 6886 | 12986 |
| Chhattisgarh | 47.25 | 50.44 | 48.88 | 25.68 | 26.04 | 25.86 | 14.49 | 13.22 | 13.84 | 12.58 | 10.30 | 11.41 | 43195 | 45428 | 88623 |
| D & N Haveli & D & D | 48.55 | 48.36 | 48.45 | 29.09 | 28.40 | 28.72 | 14.43 | 15.15 | 14.82 | 7.92 | 8.09 | 8.01 | 3180 | 3697 | 6877 |
| Delhi | 41.63 | 42.93 | 42.28 | 28.60 | 29.18 | 28.89 | 16.30 | 16.31 | 16.30 | 13.47 | 11.58 | 12.53 | 332402 | 330347 | 662749 |
| Goa | 46.63 | 46.38 | 46.50 | 25.97 | 26.41 | 26.20 | 14.91 | 15.14 | 15.03 | 12.49 | 12.06 | 12.27 | 15819 | 16844 | 32663 |
| Gujarat | 51.24 | 50.36 | 50.79 | 28.45 | 28.23 | 28.34 | 13.04 | 14.34 | 13.72 | 7.27 | 7.06 | 7.16 | 482093 | 524517 | 1006610 |
| Haryana | 60.79 | 56.71 | 58.53 | 24.35 | 24.50 | 24.43 | 10.02 | 11.68 | 10.94 | 4.84 | 7.11 | 6.10 | 200106 | 249270 | 449376 |
| Himachal Pradesh | 46.26 | 45.63 | 45.92 | 28.04 | 27.38 | 27.69 | 15.57 | 15.60 | 15.59 | 10.13 | 11.39 | 10.80 | 10909 | 12252 | 23161 |
| Jammu & Kashmir | 49.24 | 48.86 | 49.04 | 24.65 | 24.19 | 24.41 | 14.21 | 14.48 | 14.35 | 11.90 | 12.48 | 12.20 | 706831 | 753385 | 1460216 |
| Jharkhand | 49.84 | 53.18 | 51.47 | 29.29 | 28.59 | 28.95 | 13.40 | 11.69 | 12.56 | 7.47 | 6.54 | 7.02 | 533675 | 512305 | 1045980 |
| Karnataka | 48.72 | 50.30 | 49.53 | 27.39 | 27.78 | 27.59 | 16.34 | 15.93 | 16.13 | 7.54 | 5.99 | 6.75 | 909353 | 934216 | 1843569 |
| Kerala | 44.70 | 45.54 | 45.13 | 25.86 | 26.12 | 25.99 | 16.65 | 16.95 | 16.80 | 12.80 | 11.40 | 12.08 | 1036541 | 1074393 | 2110934 |
| Ladakh | 44.47 | 47.38 | 45.89 | 24.24 | 23.46 | 23.86 | 16.22 | 15.24 | 15.73 | 15.07 | 13.92 | 14.51 | 14145 | 13408 | 27553 |
| Lakshadweep | 45.19 | 44.63 | 44.90 | 23.05 | 23.80 | 23.44 | 15.26 | 15.95 | 15.61 | 16.50 | 15.62 | 16.05 | 5800 | 6164 | 11964 |
| Madhya Pradesh | 50.50 | 52.88 | 51.69 | 28.53 | 28.22 | 28.38 | 12.24 | 11.33 | 11.79 | 8.73 | 7.56 | 8.15 | 391619 | 393300 | 784919 |
| Maharashtra | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 27.25 | 27.55 | 27.40 | 15.94 | 16.01 | 15.97 | 9.77 | 9.40 | 9.58 | 1402387 | 1465468 | 2867855 |
| Manipur | 54.70 | 54.66 | 54.68 | 24.30 | 23.14 | 23.70 | 12.93 | 12.68 | 12.80 | 8.08 | 9.52 | 8.82 | 28485 | 29981 | 58466 |
| Meghalaya | 57.45 | 58.83 | 58.12 | 28.59 | 25.33 | 27.00 | 9.39 | 10.17 | 9.77 | 4.57 | 5.68 | 5.11 | 19514 | 18463 | 37977 |
| Mizoram | 64.40 | 61.35 | 62.93 | 18.60 | 19.04 | 18.81 | 8.23 | 10.19 | 9.18 | 8.77 | 9.42 | 9.08 | 559 | 520 | 1079 |
| Nagaland | 66.82 | 68.40 | 67.63 | 21.60 | 19.51 | 20.52 | 8.61 | 8.68 | 8.65 | 2.97 | 3.41 | 3.20 | 9418 | 9905 | 19323 |
| Odisha | 47.21 | 49.85 | 48.53 | 28.15 | 28.04 | 28.09 | 17.25 | 16.22 | 16.73 | 7.39 | 5.90 | 6.64 | 72725 | 73070 | 145795 |
| Puducherry | 43.62 | 44.85 | 44.24 | 25.60 | 25.58 | 25.59 | 16.32 | 15.70 | 16.01 | 14.46 | 13.86 | 14.16 | 9154 | 9373 | 18527 |
| Punjab | 49.37 | 50.13 | 49.78 | 26.17 | 25.75 | 25.95 | 13.73 | 13.59 | 13.66 | 10.72 | 10.52 | 10.62 | 58603 | 66826 | 125429 |
| Rajasthan | 57.71 | 56.01 | 56.80 | 24.31 | 24.36 | 24.34 | 10.78 | 11.42 | 11.12 | 7.20 | 8.20 | 7.74 | 659872 | 766614 | 1426486 |
| Sikkim | 40.76 | 47.21 | 44.08 | 23.66 | 26.83 | 25.29 | 15.83 | 14.53 | 15.16 | 19.75 | 11.44 | 15.47 | 1099 | 1163 | 2262 |
| Tamilnadu | 43.38 | 44.13 | 43.76 | 25.73 | 25.85 | 25.79 | 16.85 | 16.84 | 16.85 | 14.04 | 13.18 | 13.60 | 417050 | 431314 | 848364 |
| Telangana | 43.51 | 45.12 | 44.33 | 27.57 | 27.31 | 27.44 | 16.83 | 16.06 | 16.44 | 12.08 | 11.52 | 11.80 | 515316 | 531653 | 1046969 |
| Tripura | 47.56 | 52.31 | 49.88 | 26.89 | 25.90 | 26.41 | 16.90 | 13.88 | 15.43 | 8.65 | 7.91 | 8.29 | 34730 | 33074 | 67804 |
| Uttarakhand | 56.07 | 59.51 | 57.83 | 24.80 | 24.28 | 24.53 | 11.08 | 9.77 | 10.41 | 8.05 | 6.44 | 7.23 | 161913 | 169444 | 331357 |
| Uttar Pradesh | 57.23 | 58.14 | 57.70 | 24.53 | 23.40 | 23.95 | 10.73 | 10.95 | 10.84 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 3516721 | 3722832 | 7239553 |
| West Bengal | 46.22 | 51.59 | 48.80 | 26.62 | 27.52 | 27.06 | 15.05 | 13.19 | 14.16 | 12.11 | 7.70 | 9.99 | 2853428 | 2639704 | 5493132 |
| **Total** | **50.96** | **53.07** | **52.02** | **26.58** | **26.04** | **26.31** | **13.60** | **12.95** | **13.27** | **8.86** | **7.95** | **8.40** | **18182348** | **18409520** | **36591868** |

*Source: Calculated based on UDISEPlus 2021-22*

*'দ্য স্টেট অফ মুসলিম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ ডেটা ড্রাইভেন অ্যানালসিস' শীর্ষক রিপোর্ট, সারণি ১০*

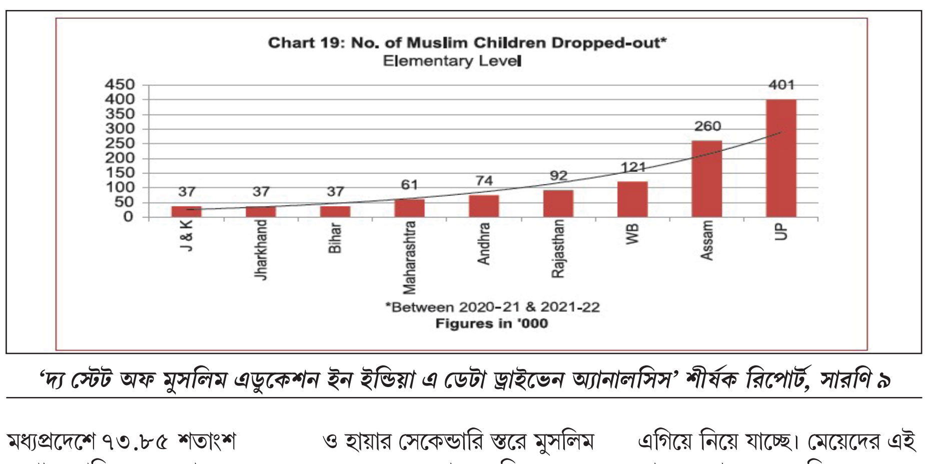


*'দ্য স্টেট অফ মুসলিম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ ডেটা ড্রাইভেন অ্যানালসিস' শীর্ষক রিপোর্ট, সারণি ৯*


ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

DANBIR ACADEMY

দানবীর অ্যাকাডেমি

ভর্তি চলছে

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

## ‘দ্বিধার পৃথিবী’

অর্থনীতি হইল জাতীয় নিরাপত্তার ইঞ্জিন। এই অর্থনীতি আবার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি দ্বারা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকিলে অর্থনীতির চাকা দুর্বার গতিতে ছুটিতে পারে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক সংকটের উত্পত্তি ঘটে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার কারণে। আজিকার মহা প্রতিযোগিতার বিশ্বে বৃহত্ শক্তিগুলির মধ্যে যে ধরনের ‘রাজনৈতিক খেলা’ চলিতেছে, তাহা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য কী বহিয়া আনিবে, তাহাই বিবেচ্য। বিশেষত, পরাশক্তিগুলির মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহের কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিকে বরণ করিতে হইতেছে নানাবিধ অনভিপ্রেত দুর্বিপাক ও দুর্দশা। বৃহত্ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে যে অস্থিরতা চলিতেছে, তাহার অভিঘাতে বিক্ষত হইতেছে ডেভলপিং নেশনস। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পক্ষগুলির মধ্যে চলমান যুদ্ধে আক্রান্ত অঞ্চলই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না, ইহার ফলে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়’– যুগ যুগ ধরিয়া শুনিয়া আসা এই কথাই বর্তমান বিশ্বে বড় বাস্তবতা। বৃহত্ শক্তিগুলির দ্বন্দ্বে বিশ্বের কোন কোন দেশ উত্তাল হইয়া উঠিতেছে, তাহার হদিস রাখাই যেন দুষ্কর! কারণ, সহিংস হউক বা অহিংস, সরকারগুলিকে একধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে। এই অস্থির ঢেউয়ে আক্রান্ত প্রতিটি মহাদেশই। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাই ইহার এক নম্বর কারণ। একটি সময় ছিল, যখন ‘পরাশক্তি (সুপার পাওয়ার)’ বলিতে আমরা দুইটি বলয় বা পক্ষকে বুঝিতাম, কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আরো অনেক সুপার পাওয়ারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সামরিক শক্তিমত্তার কলেবর বাড়াইতে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে পূর্বের শক্তিগুলিরও। কানেকটিভিটির বিশ্বে ইহা এমন এক ব্যবস্থা, যেইখানে ক্ষুদ্র দেশগুলিও কোনো একটি পক্ষে নাম লেখাইতে বাধ্য। এই অর্থে, বৃহত্ শক্তিগুলির মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তাহাতে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে ক্ষুদ্র দেশগুলি, তথা উন্নয়নশীল বিশ্ব। ইহার ফলে ঐ সকল উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় জীবনেও নামিয়া আসিতেছে একধরনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা।

বর্তমান বাস্তবতায় বৈশ্বিক অর্থনীতিকে হাতের মুঠোয় রাখিবার জন্যই তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে সুপার পাওয়ারগুলি। ইহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ কেবল বাড়িতেছেই। সৃষ্টি হইতেছে নূতন নূতন সংকট। এই সকল সংকট বা সংকটাবস্থা বৃহত্ রাষ্ট্রগুলি সামলাইতে পারিলেও দরিদ্র দেশগুলি পড়িয়া যাইতেছে অর্থনীতির গভীর খাদে। উদ্ভূত সংকট হইতে নিষ্কৃতি লাভে কোনো একটি পক্ষের সঙ্গে চলিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে নূতন বিপদে। অনিশ্চয়তার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া হাঁসফাঁস করিতেছে অনেক দেশ। বিশ্বব্যাংক বহুকাল পূর্ব হইতেই মন্দার আশঙ্কা করিয়া আসিতেছে। সত্যি বলিতে, বিশ্বব্যাপী মন্দা চলিতেছে! ইহা যে পরাশক্তিগুলির মধ্যকার প্রতিযোগিতার সাইড ইফেক্ট, তাহা আজ পরিষ্কার। অর্থাত্, অস্থিতিশীল বৈশ্বিক রাজনীতি উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে একেবারে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহা তো মহা মুশকিলের কথা!

সংঘাত-যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া যায়, তখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষের কপালে জোটে করের বোঝা–ঋণ, রাশি রাশি বিধবা আর কাঠের পা। অর্থাত্, পরাশক্তিগুলি যখন যুদ্ধ থামাইবে, তখন বিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থা কীরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই সময় উন্নয়নশীল বিশ্বের চিত্র কেমন হইবে? যুদ্ধজাত অস্থিরতা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে? পরাশক্তিগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ যেইহেতু শীঘ্র শেষ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, কাজেই আমাদের ভবিষ্যতের পৃথিবী হইবে ‘দ্বিধার পৃথিবী’। সেই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে আরো বড় বিপদ! পরাশক্তিসৃষ্ট অস্থিরতা এবং তাহার কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্দশার উত্তরণ ঘটিবে কীভাবে, তাহাই বড় চিন্তা!

# ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়ছে

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় বাইডেনের নিঃশর্ত সমর্থনের বিরুদ্ধে দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হচ্ছে। খোদ মার্কিন প্রশাসনের ভেতর থেকে তাঁর ইসরায়েল নীতির বিরোধিতা শুরু হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরসহ ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসের হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নামে এক মাস আগে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল ইসরায়েল, এখন তা জাতিনিধনে দাঁড়িয়েছে। নিহতের সংখ্যা ১১ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশু নিহত হচ্ছে। প্রতি তিনজন নিহতের একজন হয় শিশু অথবা নারী।

একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূলের লক্ষ্যে পরিচালিত যুদ্ধের নামে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে বিশ্বের অধিকাংশ রাজধানীতে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের সামনে কয়েক লাখ মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে এই জাতি হত্যা বন্ধ করতে হবে। অনেকেই বলছেন, প্রতিবাদের তীব্রতা সত্তর দশকে ভিয়েতনামবিরোধী বিক্ষোভের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষও যোগ দিয়েছিলেন।

এবারের প্রতিবাদের একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রমী বিষয় হচ্ছে, শুধু ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মীরাই নন, সমাজের নানা অংশের মানুষ এসব কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রশাসনে চাকরি নিয়েছেন এমন কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র দপ্তরের সদস্য, এমনকি মার্কিন কংগ্রেসে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরাও রয়েছেন। গত সপ্তাহে ক্যাপিটল হলের সিঁড়িতে শতাধিক কংগ্রেস কর্মী এক নাটকীয় প্রতিবাদে মিলিত হন। তাঁদের বক্তব্য, কংগ্রেস সদস্যরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখানকার মানুষ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি করছেন। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা জনগণের সে কথায় কান দিচ্ছেন না। একটি খোলাচিঠি হিসেবে বিলি করা এই প্রতিবাদপত্রে একাধিক ইহুদি কর্মকর্তাও স্বাক্ষর করেছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের প্রায় ৭০ জন মুসলিম ও আরব কর্মকর্তাও মার্কিন নীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ‘আমরা বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম এই বিশ্বাস থেকে যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করা হবে।’ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব কর্মকর্তা গাজায় যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি ইসরায়েলে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের দাবি তুলেছেন।

**মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর**

সম্ভবত সবচেয়ে নাটকীয় প্রতিবাদ এসেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মী ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। অন্তত ৫০০ কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত প্রতিবাদবার্তায় ঢালাওভাবে বাইডেন প্রশাসন যেভাবে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। একটি নয়, তিনটি প্রতিবাদপত্র মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পরপরই প্রথম প্রতিবাদপত্রটি পররাষ্ট্র দপ্তরে এসে পৌঁছায়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই চিঠির কথা প্রকাশ করা হয়নি। কয়েক দিন আগে ব্লিঙ্কেন নিজে এক চিঠিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের পাঠানো প্রতিবাদপত্রের কথা স্বীকার করার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়। সেই চিঠিতে ব্লিঙ্কেন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে লেখেন, তাঁদের উদ্বেগের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। মার্কিন নীতি প্রণয়নে তাঁদের মতামতকে উপেক্ষা করা হবে না।

এ রকম এক বা একাধিক প্রতিবাদপত্র মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন– সে কথা প্রথম জানায় ওয়েব-পত্রিকা পলিটিকো। এমন একটি গোপন চিঠি তাদের হাতে রয়েছে জানিয়ে পত্রিকাটি লিখেছে, এই চিঠির ভাষা ও বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেক কর্মীর মনেই ইসরায়েল ও গাজা যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের চলতি নীতির প্রতি তাঁদের আস্থা নেই।

পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের এই মনোভাব যদি অব্যাহত থাকে এবং তা আরও কঠোর রূপ ধারণ করে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে সমন্বিত নীতি গ্রহণ বাইডেন প্রশাসনের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

পত্রিকাটি তাদের হাতে আসা প্রতিবাদপত্র থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এতে বাইডেন প্রশাসনকে মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য প্রকাশ্যে ইসরায়েলের চলতি কার্যকলাপের সমালোচনা করার দাবি এসেছে। পলিটিকোর হাতে আসা ওই প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, ‘আমাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা অনুসরণে ইসরায়েলের ব্যর্থতার, বিশেষ করে আইনসম্মত সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা সীমিত রাখতে না পারার প্রকাশ্য সমালোচনা করতে হবে।

ইসরায়েল যখন অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার প্রতি সমর্থন দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে, তখন আমাদের এ কথা জানাতে হবে যে ইসরায়েল যা করছে, তা আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী। ইসরায়েল যাতে একতরফা ও বিনা বাধায় যা খুশি তা করতে না পারে, সে জন্য এই প্রকাশ্য প্রতিবাদ প্রয়োজন।’

ডিসেন্ট চ্যানেলে প্রতিবাদপত্র পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতিবাদপত্রটি এসেছে ভিন্নমত প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত ‘ডিসেন্ট চ্যানেল’-এর মাধ্যমে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিতে ১৯৭১ সালে এই চ্যানেল বা ভিন্নমত প্রকাশের মাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় গণহত্যা শুরুর পর সেখানে কর্মরত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ও তাঁর সহকর্মীরা মার্কিন নীতির প্রতিবাদ করে এই চ্যানেলের মাধ্যমেই তাঁদের ভিন্নমত প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্য অনুসারে, ডিসেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্য প্রকাশের সুযোগ পান। এর মাধ্যমে ফলে নতুন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ হয়, পুরোনো ভাবনাচিন্তা বদলে অধিক অর্থপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উদার এই উদ্যোগ সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন কোন প্রশ্নে ভিন্নমত প্রকাশিত হয়, প্রায়ই তা সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। গাজা প্রশ্নে প্রায় ৫০০ কর্মকর্তা ভিন্নমত প্রকাশ করে যে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর চিঠি দিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তা ফাঁস না হলে হয়তো বাক্সবন্দী হয়েই থাকত এটি।

ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার নিঃশর্ত সমর্থন কতটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তার আরেক প্রমাণ হচ্ছে পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা জশ পলের পদত্যাগ। ১১ বছর তিনি এই মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যুরোতে কাজ করেছেন। কেন পদত্যাগ করছেন তার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা ছিল গভীরভাবে নিন্দনীয়।

কিন্তু এ কথাও বলতে হবে, এই হামলার জবাবে মার্কিন সমর্থনে ইসরায়েল গাজায় যে সামরিক অভিযান শুরু করেছে, তা উভয় পক্ষের নিরীহ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার যে অন্ধ সমর্থন, তা শুধু শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিকূলই নয়, ভয়ানক ক্ষতিকরও বটে। ইসরায়লের প্রতি এই মার্কিন নীতি রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্য আরেক কর্মচারী সিলভিয়া ইয়াকুব নিজের নাম ব্যবহার করে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে খোলামেলাভাবেই ইসরায়েলকে ‘জেনোসাইড’ বা জাতিনিধনে মদদ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে অভিযুক্ত করেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে তিনি বাস্তবতা থেকে বিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

**অনড় বাইডেন**

বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ অথবা অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে ইসরায়েল প্রশ্নে বাইডেন প্রশাসনের অবস্থান পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা এই মুহূর্তে আছে বলে মনে হয় না। মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদি অর্থ ও লবির প্রভাব অপরিসীম।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজে রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের কট্টর সমর্থক। ১৯৮৬ সালে সিনেট ফ্লোরে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ‘ইসরায়েল না থাকলে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই ইসরায়েলকে “আবিষ্কার” করতে হতো।’

ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদের উদ্দেশে বাইডেন বলেছিলেন, ‘এ ব্যাপারে আমাদের বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আমরা প্রতিবছর ইসরায়েলকে যে তিন বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়ে থাকি, তা আমাদের সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বিনিয়োগ।’

যুক্তরাষ্ট্রের এই ইসরায়েলপ্রীতি অবশ্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ-অপছন্দে নির্ধারিত নয়। এর পেছনে রয়েছে আমেরিকার নিজস্ব কৌশলগত সমীকরণ। সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার নীতি বদলায় না। কারণ, দুই দেশের ভূরাজনৈতিক স্বার্থের অভিন্নতা। ইসরায়েল হলো মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার নিজস্ব চাবুক। তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার মতো একটি সামরিক ঘাঁটিও বটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেকোনো মূল্যে সোভিয়েত কমিউনিজমকে ঠেকানো। মিসর ও ইরানের মতো দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়ার নীতি গ্রহণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সোভিয়েত কমিউনিজমকে ঠেকানো আরও জরুরি হয়ে পড়ে।

আর এই কাজে প্রয়োজনে সামরিক শক্তির ব্যবহার ছাড়াও অঞ্চলের আরব দেশগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য আমেরিকার অপরিহার্য একটি হাতিয়ার হচ্ছে ইসরায়েল। ঠিক সেই কারণে ইসরায়েলকে সামরিকভাবে সুসজ্জিত করতে ১৯৪৮ থেকে এ পর্যন্ত দেশটিকে আমেরিকা ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সামরিক সাহায্য দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী ও সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল এখনো প্রতিবছর সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি মার্কিন সামরিক সাহায্য পেয়ে থাকে। ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এই ছাতা-ধরা নীতির প্রতিবাদ দেশের ভেতরে-বাইরে বাড়ছে।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে আমেরিকার মানুষের রাজনৈতিক আনুগত্যে পরিবর্তন আসছে। শুধু আরব ও মুসলিম নাগরিক নয়, নতুন প্রজন্মের ইহুদিদের মধ্যেও পুরোনো অবস্থান পরিবর্তনের স্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক প্রশাসন যদি এই পরিবর্তনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অগ্রাহ্য করে, তাহলে আখেরে তাদেরই পস্তাতে হবে।

*সৌ: প্র: আ:*

# পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটাচ্ছে

**আবদুল্লাহ গুল**

২০০৭ সালে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও ইসরায়েলের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সিমোন পেরেস–এই দুজনকে একসঙ্গে নিয়ে একটি প্রাইভেট কারে আমার ওঠার সুযোগ হয়েছিল। সে বছর তাঁরা আঙ্কারায় ঐতিহাসিক সফরে এসেছিলেন। তাঁদের দুজনকে নিয়ে আমি তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দিকে যাচ্ছিলাম। তুর্কি পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে এই দুই নেতা একই সঙ্গে শান্তির পক্ষে কথা বলেছিলেন। তাঁদের ভাষণে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথাও তাঁরা বলেছিলেন। এর দুই বছর পরই তুরস্ক ফিলিস্তিনে একটি প্রকল্প চালু করার ঘোষণা দেয়। ‘ইন্ডাস্ট্রি ফর পিস প্রজেক্ট’ নামের ওই প্রকল্পের আওতায় তুরস্ক গাজা ভূখণ্ডে ‘এরেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক’ নামের একটি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হয়েছিল। এ প্রকল্পের বিষয়ে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের সম্মতি থাকায় আমি আশাবাদী হয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, ফিলিস্তিনিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে ওই অঞ্চলে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ওই বছর ইসরায়েল গাজায় ভূমি, সমুদ্র ও আকাশসীমায় সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করায় সেই স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যায়। সেই ঘটনার ১৬ বছর পর ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং তার জেরে ইসরায়েলের অসম প্রতিক্রিয়ায় আমি আরও একবার সেই টেকসই শান্তি উদ্যোগ নস্যাৎ হওয়ার বেদনায় মুষড়ে পড়েছি। ৭ অক্টোবর ছিল ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সম্পর্কের একটি বড় ধরনের বাঁকবদল। এ ঘটনার জেরে বর্তমানে সেখানে যা চলছে, তা অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে গাজায় যা চলছে, তার জেরে অবশ্যই আমাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হবে–আমরা কি আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা চালিয়ে নেওয়ায় এবং পারস্পরিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণে আসলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? ইসরায়েলের সীমানায় ঢুকে হামাস সদস্যদের ইসরাইলি বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করা এবং ইসরায়েলের নাগরিকদের অপহরণ করে নিয়ে আসা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঠিক একইভাবেই প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার যে অসম প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালাচ্ছে এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, সেটিও কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। ইসরায়েলের এ অভিযান গোটা আরব অঞ্চলে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিভক্তি ছড়াবে। আর এ সহিংসতায় যারা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হবে, তারা হচ্ছে সাধারণ বেসামরিক মানুষ। আজকে গাজায় যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেটি মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতকে কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি এবং সেখানে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা দিনকে দিন বেড়েছে।

ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরায়েলের লাগাতার দখল অভিযান, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অমান্য করা, আন্তর্জাতিক আইন ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করে যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন নিরবচ্ছিন্নভাবে লঙ্ঘন করে যাওয়া আজকের এ পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করছি। এর বাইরে গাজা ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি বাসিন্দাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের পাশাপাশি আরব বিশ্ব চুপ করে থাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। এতে ফিলিস্তিনের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ১৯৯৯ সালে ‘অ্যাসেম্বলি অব দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ’ গাজা ভূখণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পাঠিয়েছিল। তুরস্কের একজন পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আমি সেই মিশনে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিজের চোখে গাজার নারী ও শিশুদের সীমাহীন দুর্দশা ও অসহায়ত্ব দেখে এসেছি। গাজা পরিদর্শন শেষ করে আমরা যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলাম, তাতে আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের করুণ অবস্থা তুলে ধরেছিলাম। এরপর তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে যখন ফিলিস্তিন সফর করেছি, তখন সেখানকার মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। গত পাঁচ দশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি টেকসই শান্তিপ্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল নামের দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সহাবস্থান নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতার কারণেই আজকে সমগ্র ফিলিস্তিন অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতি শোচনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। আজকে গাজায় ফিলিস্তিনি শিশুরা ইসরায়েলি বোমায় নিহত হওয়ার আশঙ্কায় আগেভাগে মা-বাবাকে বিদায় জানিয়ে চিঠি লিখে পকেটে রেখে দিচ্ছে। এটি আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েল যে কৌশলে গাজায় অভিযান চালাচ্ছে, সেটা অবশ্যই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনকে লঙ্ঘন করছে। সাধারণ গাজাবাসীকে বিদ্যুৎ, পানি, খাবার, জরুরি ওষুধ পাওয়ার সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। হাসপাতাল, মসজিদ, গির্জা, স্কুল, শরণার্থীশিবিরের মতো জায়গা লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হচ্ছে। এটি জেনেভা কনভেনশন ও তার সম্পূরক প্রটোকলগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধী। গাজায় ইসরায়েলের এই অসম হামলা নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ইতিহাস এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। ইসরায়েল তার এ অভিযানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়েছে। আজকে যেসব দেশ ইসরায়েলকে গাজায় হামলা চালানোর ব্যাপারে সমর্থন দিচ্ছে, তাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, ‘আমরা যদি ফিলিস্তিনিদের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বকে স্বীকার না করি, তাহলে আমরা কীভাবে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলতে পারি?’

আমি সেই আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যদি নিজেরাই আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান না করেন, তাহলে কীভাবে সেই আন্তর্জাতিক আইন বিশ্বাসযোগ্য থাকবে বলে আশা করেন? পশ্চিমাদের এই দ্বিমুখী নীতি ও আইনের শাসনভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার নামে নির্বাচিত ক্ষেত্রে আইনের শাসন ফলানো বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটাচ্ছে এবং উগ্রপন্থী বিভিন্ন আন্দোলনকে উসকে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে অবশ্যই তাদের সরে আসতে হবে।

**আবদুল্লাহ গুল তুরস্কের সাবেক প্রেসিডেন্ট**

প্রথম নজর

## কুয়েতে কুরআন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

**আপনজন ডেস্ক:** কুয়েতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১২ তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত বুধবার রাতে দেশটির আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
ক্রাউন প্লাজায় অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমদ আল-নাওয়াফ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশটির তথ্য ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী আবদুর রহমান আল-মুতাইরিসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রদূতরা।
কুয়েতের কুরআন প্রতিযোগিতাবিষয়ক কমিটির প্রধান ড. নাসির আল-কানদারি জানান, এ বছর আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের ১১৭ প্রতিযোগী অংশ নেয়। তারা তাদের নিজ দেশের মন্ত্রণালয় ও ইসলামী সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে এতে অংশ নেয়। এবার পুরস্কার হিসেবে সর্বমোট এক লাখ ৬০ হাজার কুয়েতি দিনার দেওয়া হয়।
প্রথমবারের মতো এবার কুয়েতের কুরআনবিষয়ক নারী গবেষক আয়েশা আবদুর রহমান আল-সাফিকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
তা ছাড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কুরআনবিষয়ক আলোচনা, ক্যালিগ্রাফি, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।
জানা যায়, কুয়েতের আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতা তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে তাজবিদসহ পূর্ণ কুরআন হিফজ বিভাগে যথাক্রমে শীর্ষস্থান লাভ করেছে কেনিয়ার আবদুল আলিম, ইয়েমেনের মুহাম্মদ শুয়াই, রাশিয়ার আহমদ শাখমামিদুফ, যুক্তরাষ্ট্রের মুহাম্মদ হাসান ও মিসরের নাদি মুহাম্মদ।

## এবার আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসের নিন্দা জানাল বাহরাইন

**আপনজন ডেস্ক:** এবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের নিন্দা জানাল বাহরাইন। দেশটির যুবরাজ হামাসের গত ৭ অক্টোবরের আল-আকসা তুফান অভিযানের এই নিন্দা জানালো।
এদিকে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাহরাইন কখনোই ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বর্বরতার নিন্দা জানায়নি বরং ২০২০ সালে আরব দেশটি অবৈধ দখলদার ইসরায়েল সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।
বাহরাইনের যুবরাজ প্রিন্স সালমান বিন হামাদ আলে খলিফা শুক্রবার মানামায় বাহরাইন নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হামাসের নিন্দা জানাই। গত ৭ অক্টোবরের হামলা ছিল বর্বরোচিত।" ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ৭ অক্টোবরের অভিযানে সাড়ে তিনশ'র বেশি ইসরায়েলি সেনাসহ অন্তত ১,২০০ ইহুদিবাদী নিহত হয় যারা ফিলিস্তিনিদের ভিটেমাটি দখল করে একটি অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই অভিযানের পর দখলদার ইসরায়েল গাজা উপত্যকার ওপর ভয়াবহ অপরাধযজ্ঞ চালিয়ে এ পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে. যাদের মধ্যে পাঁচ হাজারের বেশি শিশু রয়েছে। ইহুদিবাদী সরকার একইসঙ্গে গাজার পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে।
বাহরাইনের যুবরাজ এমন সময় গাজার চলমান যুদ্ধের জন্য হামাসের নিন্দা জানালেন যখন খোদ বাহরাইনসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিদিন ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে।

# রাষ্ট্রসংঘ কীসের জন্য, গাজা ইস্যুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের ক্ষোভ

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করতে না পারায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরস আধানম গেব্রিয়াসাস। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হলেও তারা যদি রক্তপাত বন্ধ করতে না পারেন, তাহলে জাতিসংঘ কীসের জন্য।
শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি।
গাজার সংকটকে 'জাতিসংঘ ও এর সদস্য দেশগুলোর জন্য অ্যাসিড টেস্ট' উল্লেখ করেন ডব্লিউএইও মহাপরিচালক বলেন, 'সংস্থাটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আপনি যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এই রক্তপাত বন্ধ করতে না পারেন, তাহলে জাতিসংঘ কীসের জন্য- এই প্রশ্নটি আমাদের অবশ্যই করতে হবে?
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে হামাসের নজিরবিহীন হামলায় ১৪ শ'র বেশি মানুষ নিহত এবং ২৪০ জন জিম্মি হওয়ার পর থেকেই ফিলিস্তিনি এই সংগঠনটিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় নিয়ে গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।
যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় সাড়ে ১২ হাজারের মতো ফিলিস্তিনি নাগরিককে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল।
হামলার পর থেকে জাতিসংঘের মহাসচিব একাধিকার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও তাতে পাত্তা না নিয়ে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। বিমান থেকে ফেলা বোমা ও স্থল অভিযানে একের পর এক প্রাণ হারাচ্ছেন ফিলিস্তিনের মানুষ। এমন অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডব্লিউএইচ মহাপরিচালক।
তিনি গাজা ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সম্পর্কেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
আধানম বলেন, আলোচনা, প্রস্তাব, বিবৃতিও যথেষ্ট নয়। আপনাকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এই পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে।

## গাজায় রাষ্ট্রসংঘের স্কুলে ইসরাইলি হামলা, নিহত অন্তত ৫০

**আপনজন ডেস্ক:** গাজার উত্তরাঞ্চলে জাতিসঙ্ঘ পরিচালিত আল-ফাখুরা স্কুলে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এ হামলায় অন্তত ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
শনিবার (১৮ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে আল-ফাখুরা স্কুলে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। স্কুলটি জাতিসঙ্ঘের ইউএনআরডব্লিউএ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, আল-ফাখুরা স্কুলে ইসরাইলি হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আজ শনিবার ভোরে এই হামলা করা হয়।
ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আল-ফাখুরা স্কুলে ইসরাইলের হামলা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইসরাইল সমগ্র উত্তর গাজাসিটি থেকে বেসামরিক নাগরিকদের বের করে দিতে চায়।
এদিকে, ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বিমান থেকে লিফলেট ফেলেছে গাজার দক্ষিণের শহর খান ইউনিসে। সেখানে বলা হয়েছে, 'হামাসের কার্যক্রমের কারণে এই অঞ্চলে (খান ইউনিসে) ইসরাইলি সেনাদের অভিযান চালাতে হবে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ঘরবাড়ি থেকে দ্রুত আপনাদের সরে যেতে হবে। আপনারা পরিচিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিন।'
মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বারবার জোর দিয়ে বলে আসছে, বেসামরিক জনগণকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করা একটি যুদ্ধাপরাধ।
এদিকে, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের বোমা হামলায় প্রায় ১.৬ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি ইতোমধ্যে তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অনেককে গাজা শহর থেকে দক্ষিণে মধ্য গাজা এবং খান ইউনিসে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।
ইউরো নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে সাবেক ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট বলেছেন, 'গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল খান ইউনিসই হামাসের সদর দফতর।'
এর আগে গত বুধবার রাত ও বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ গাজার বনি শুহাইলা, খুজা, আবাসান ও কারারা এলাকায় আকাশ থেকে লিফলেট ফেলেছে ইসরাইল। তাতে লেখা ছিল, 'হামাসের কার্যক্রমের কারণে এই অঞ্চলের চারটি শহরে ইসরাইলি সেনাদের অভিযান চালাতে হবে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ঘরবাড়ি থেকে দ্রুত আপনাদের সরে যেতে হবে। আপনারা পরিচিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিন।'
এই চার এলাকায় এক লাখের বেশি মানুষের বসবাস। এছাড়া ইসরাইলের হুমকিতে উত্তর গাজা থেকে সরে আসা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিও সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। গত অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর গাজায় স্থল অভিযান শুরুর আগে সেখান থেকে বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছিল ইসরাইলি বাহিনী। জাতিসঙ্ঘের তথ্য, গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার দুই-তৃতীয়াংশই ভিটেমাটিছাড়া হয়েছেন।

## হামাসের হাতে আটক বন্দিদের মুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে: বাইডেন

**আপনজন ডেস্ক:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 'অবিলম্বে' হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি দিতে চাপ প্রয়োগ করার জন্য কাতারের আমিরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী হামাসের সঙ্গে কাতারের যোগাযোগ রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বন্দি মুক্তির আলোচনায় কাতার মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে।
হামাসের হাতে আটক বন্দিদের মুক্ত করার জন্য বাইডেন এমন সময় কাতারের শরণাপন্ন হলেন যখন ইহুদিবাদী ইসরায়েল ৪২ দিন ধরে আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ২৪ ঘণ্টা গাজাবাসীর ওপর বর্বরতা চালিয়েছে। সেইসঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জোর গলায় বলে এসেছেন, হামাসকে নির্মূল করে বন্দিদের মুক্ত করার আগে তিনি থামবেন না।
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রান্সিসকো সফররত বাইডেন শুক্রবার কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলে সানিকে টেলিফোন করেন। হোয়াইট হাউজের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ওই ফোনালাপে বাইডেন শেখ হামাদের সঙ্গে অবিলম্বে হামাসের হাতে আটক বন্দিদের নিরাপদ মুক্তি নিয়ে কথা বলেন। বাইডেন বলেন, বন্দি মুক্তির বিষয়টি এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।
এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ইসরায়েল যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় প্রতিদিন দুই ট্যাংকার জ্বালানি সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র বলেন, জ্বালানী সরবরাহের পাশাপাশি গাজায় জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়ে দুই নেতা আলোচনা করেন। তারা কাতার ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করার উপায় নিয়েও কথা বলেন।
হামাস যোদ্ধারা গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে অনুপ্রবেশ করে বড় ধরনের অভিযান চালান এবং তারা অন্তত ২৪০ জন ইসরায়েলিকে বন্দি করে গাজায় ফিরে যান। পরে জানা যায়, এসব বন্দির মধ্যে ১০ মার্কিন নাগরিকসহ আরো বিভিন্ন দেশের কয়েকজন নাগরিক রয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন সময় হামাসের হাতে আটক বন্দিদের মুক্তি দাবি করলেন যখন এ ব্যাপারে হামাসের সামরিক বাহিনী আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবায়দা গত ৭ নভেম্বর ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দি বিনিময় করতে হামাসের প্রস্তুতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে হামাসের পক্ষ থেকে শর্ত আরোপ করেছিলেন যা এখনো বহাল রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন, ইসরায়েলি কারাগারে যেমন ফিলিস্তিনি নারী, শিশু ও বৃদ্ধ রয়েছে তেমনি হামাসের কাছেও ইসরায়েলি নারী, শিশু ও বৃদ্ধ বন্দি রয়েছে। হামাসের হাতে আটক যেকোনো ধরনের বন্দিকে মুক্ত করতে হলে ইসরায়েলের হাতে আটক একই ধরনের বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। আবু ওবায়দা বলেছিলেন, তাদের হাতে আটক ইসরায়েলি সেনাদের মুক্ত করতে হলেও ইসরায়েলের হাতে আটক ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মুক্তি দিতে হবে।
ইহুদিবাদী ইসরায়েলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শুরু থেকে বলে আসছেন, গাজায় আটক সকল ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তিনি কোনো যুদ্ধবিরতি মানবেন না। এ প্রসঙ্গে আবু ওবায়দা প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্ত করে নেয়ার একটিই উপায় আছে আর তা হচ্ছে বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেয়া।

*ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের দাবিতে যুক্তরাজ্যের রচেষ্টারের কেন্টে বিএই সিস্টেমসে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ।*

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

## মিয়ানমারে সংঘাতে ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত: রাষ্ট্রসংঘ

**আপনজন ডেস্ক:** মিয়ানমারে জান্তা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। জাতিসংঘের হিসাবে, নতুন করে দেখা দেওয়া সংঘাতের ফলে দেশটিতে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২০ লাখে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার পাশাপাশি বিপর্যস্ত অঞ্চলে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান গুতেরেস।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি মিয়ানমারে শান রাজ্যসহ বেশ কয়েকটি এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে জাতিগত তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়া একটি জোট। পাশাপাশি প্রতিবেশী চীন সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পুলিশ ও সেনাদের হটিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহীরা।
থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী কায়াহ রাজ্যের বেশির ভাগ অংশ এরই মধ্যে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে জাতিগত কারেনি বিদ্রোহীরা। কায়াহ রাজ্যের প্রধান শহর লোইকাউয়ে হামলার পাশাপাশি এর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছে তারা।
দেশটির শান অঞ্চলে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই চালাচ্ছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী পিডিএফ-এর সদস্যরা। তাঁরা সম্প্রতি কাওলিন শহর দখল করেছেন এবং ইরাবতী নদীর তীরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর টিগিয়াং আক্রমণ করেছেন।
মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শান রাজ্য, পূর্বে কায়াহ রাজ্য এবং পশ্চিমে রাখাইন রাজ্যে ফুঁসে উঠছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো। তীব্র প্রতিরোধের মুখে রয়েছে জান্তা সরকার। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার মিয়ানমারের একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
জান্তা সরকারের মুখপাত্র জাও মিন তুন বলেছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি খালি করা হয়েছে। কারণ বিদ্রোহীরা এসব ঘাঁটিতে শত শত বোমা ফেলার জন্য ড্রোন ব্যবহার করছে। জান্তার মুখপাত্র আরও বলেন, আমরা ড্রোন হামলা থেকে সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

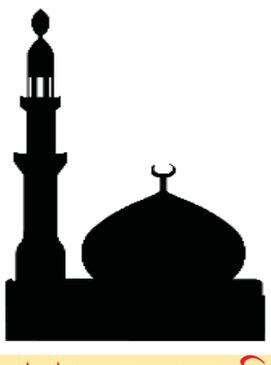

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.২৮ | ৫.৫২ |
| যোহর | ১১.২৭ | |
| আসর | ৩.১৬ | |
| মাগরিব | ৪.৫৭ | |
| এশা | ৬.১০ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৪২ | |

## চাকরিচ্যুত হলেন চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক স্যাম অল্টম্যান

**আপনজন ডেস্ক:** চাকরিচ্যুত হয়েছেন চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান। গতকাল শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি এ তথ্য জানিয়েছে।
বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় স্যাম অল্টম্যানের সক্ষমতা নিয়ে আস্থার ঘাটতি দেখা দেওয়ায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।
ওপেনএআইয়ের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা মিরা মুরাতি অন্তর্বর্তীকালীন সিইওর দায়িত্ব পালন করবেন।ওপেনএআই ওই বিবৃতিতে জানায়, স্যামের বিষয়ে যথাযথ পর্যালোচনা করে ও প্রক্রিয়া মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ করছিলেন না। দূরত্ব রেখেছিলেন, যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তার সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছিল। পেনএআইকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে স্যামের সক্ষমতা নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের আস্থার ঘাটতি দেখা দিয়েছে।এ কারণে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চ্যাটজিপিটি বাজারে এনে প্রযুক্তিজগতে বড় প্রতিযোগিতার সূচনা করেন স্যাম। চ্যাটজিপিটি বাজারে ছেড়ে খ্যাতি পায় ওপেনএআই। স্যামও পরিচিতি পান। চ্যাটজিপিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির দারুণ কিছু ব্যবহার দেখিয়েছে। মেটা, মাইক্রোসফট, গুগল ও অ্যামাজনের মতো টেক জায়ান্টরা বড় বিনিয়োগ করেছে। স্যামের অবদান স্মরণ করে ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ। ৩৮ বছর বয়সী স্যামের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরিতে।

## বন্ধ হয়ে গেছে গাজার ২৬ হাসপাতাল

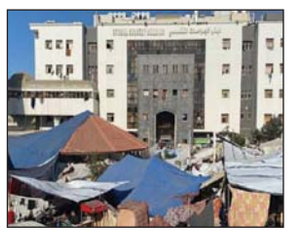

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজা উপত্যকার ৩৫টি হাসপাতালের মধ্যে ২৬টিরই কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েলের হামলায় আল-শিফা হাসপাতালের একাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় উপত্যকায় অসুস্থ ও আহত লোকজনের চিকিৎসাসেবায় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

## চিনে কয়লাখনির অফিসে আগুনে নিহত ২৫

**আপনজন ডেস্ক:** চীনে একটি কয়লাখনির চার তলাবিশিষ্ট অফিসের ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত ৫১ জন। বৃহস্পতিবার দেশটির শানজি প্রদেশে এই ঘটনা ঘটে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম সিসিটিভির বরাত দিয়ে আলজাজিরা এসব তথ্য জানায়।
সিসিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে চার তলাবিশিষ্ট ভবনটিতে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। শানজি প্রদেশের লিশি জেলায় অবস্থিত ঐ ভবন। ভবনটি ইয়ংজু নামে একটি কয়লাখনির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের। ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে সব মিলিয়ে ৬৩ জনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে অন্তত ৫১ জনকে চিকিৎসার জন্য লুলিয়াং ফার্স্ট পিপল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনো উদ্ধারকাজ চলছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো জানা যায়নি। কারণ জানতে তদন্ত চলছে। চীনের শিল্প এলাকায় প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধসে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে। দুর্বল অবকাঠামো এবং শিথিল আইন প্রয়োগ এসব দুর্ঘটনার মূল কারণ।

## মলদোভার প্রেসিডেন্টের কুকুর, কামড় দিল অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টকে

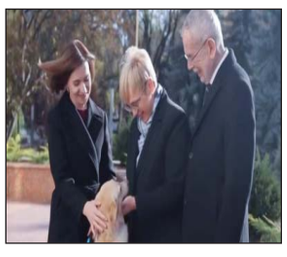

**আপনজন ডেস্ক:** মলদোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্ডুর পোষা কুকুর অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভ্যান ডের বেলেনের হাতে কামড় দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) মলদোভার রাজধানীতে দেশটির প্রেসিডেন্টের বাসভবনে এই ঘটনা ঘটে।
খবরে বলা হয়েছে, সফররত অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট বেলেনকে নিয়ে বাসভবনে হাঁটছিলেন সান্ডু। এসময় সান্ডুর কুকুরকে আদর করার চেষ্টা করেন বেলেন। তখন কুকরটি তার হাতে কামড় দেয়। এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মলদোভার প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, অনেক মানুষের উপস্থিতির কারণে কুকুরটি ভীত হয়ে পড়ে। খবরে বলা হয়েছে, পরে মলদোভার পার্লামেন্টের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকের সময় বেলেনের হাতে ব্যান্ডেজ দেখা গেছে। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিওতে কুকুরটির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন বেলেন। তিনি বলেছেন, যারা আমাকে চেনেন তারা সবাই জানেন কুকুর আমার অনেক পছন্দের। কুকুরের এমন আচরণের কারণ আমি বুঝতে পারছি।
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, সান্ডু ও অপর কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার বৈঠক খুব ভালো হয়েছে। সফরের শেষ দিন কুকুরটিকে একটি ছোট খেলনা উপহার দিয়েছেন অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট। কুকুরটির নাম কিশিনাউ। একটি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় এটিকে উদ্ধার করেছিলেন মলদোভার প্রেসিডেন্ট।

**প্রথম নজর**

## শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে সচেতনতা শিবির

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের মকরামপুর গ্রামের কিশোরী মেয়েদের নিয়ে জাতীয় শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই সচেতনতা শিবিরে মকরামপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত কিশোরী মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এই সচেতনতা শিবিরে বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা গড়বার লক্ষ্যে উপস্থিত কিশোরীরা বাল্যবিবাহ রুখতে শপথ গ্রহণ করেন । বাল্য বিবাহ, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন, শিশু পাচার সহ শিশুদের নানান অধিকার নিয়ে এই সচেতনতামূলক শিবিরে আলোচনা হয়। মানব পাচার, শিশু বিচার আইনের বিভিন্ন ধারা, বাল্যবিবাহের কুফল ও তার প্রতিকার, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এদিনের উপস্থিত কিশোরীদের নিয়ে একটি ছোট্ট পদযাত্রা বের হয় ।
এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হিলি আইসিডিএস প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত 'স্যাগ কেপি' প্রকল্পের কর্মী অর্পিতা দাস, কলেশ্বরী পাহান, জয়ন্তী মন্ডল, অঞ্জলি বর্মন, সন্ধ্যা শীল, উজ্জীবন সোসাইটির সক্রিয় কর্মী আশীষ উড়াও ও জয়ন্ত পাহান।
উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাস বলেন, জাতীয় শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে হিলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় শিশু সুরক্ষা করতে ও বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা গড়তে কিশোরীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির চলছে ।

## হুইলচেয়ার উপহার শিশু প্রতিবন্ধীদের

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** দূর্গাপুজোর আগে দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের সময় একটি দুস্থ পরিবার তার এক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য হুইলচেয়ার দাবি করে। পুজোর আগে সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, এক মাসের মধ্যে তা দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে শনিবার সাগরদিঘী থানার দেবগ্রামে হুইলচেয়ার উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় ওই প্রতিবন্ধী শিশুদের হাতে।

# বকেয়া মজুরির দাবিতে ভারত-ভুটান সড়ক অবরোধ

**সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি**

**আপনজন:**বকেয়া মজুরির দাবিতে ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো চা বাগানের শ্রমিকরা। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের ঘটনা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শ্রমিকদের দাবি, তাদের গত দেড়মাস যাবত তারা বেতন পায়নি। বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা বাগানের প্রায় পাঁচশো শ্রমিক এদিন সকাল আটটা থেকে দু'টা পর্যন্ত দাবি আদায়ের জন্য পথ অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত আট ঘন্টা অবরোধের পর বাগান পরিচালকদের আশ্বাস পেয়ে পথ অবরোধ তুলে নেয় চা শ্রমিকরা। এদিনের পথ অবরোধের জেরে বন্ধ থাকল ভারত ভুটান সড়ক। ভারতে আসা ভুটানের বেশ কয়েকটি গাড়ি আটকে পরে। আটকে থাকতে দেখা যায় ভুটানের সেনার একটি গাড়ি।
জানা গিয়েছে, এদিন শ্রমিকরা কাজে গিয়ে জানতে পারেন মজুরি দেওয়া হবে না। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাগান শ্রমিকরা। শ্রমিকরা রাস্তায় বসে বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়কে অবরোধ শুরু করে দেয় তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চামুর্চি ফাড়ির পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন বানারহাট থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের অবরোধ তুলে নেবার অনুরোধে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত আগামী বুধবার একসপ্তাহের মজুরির আশ্বাসে অবরোধ তুলে নিলেও তাদের দাবি নিয়ে ফের অবরোধে নামার হুমকি দেন শ্রমিকরা।
যদিও এই বিষয়ে চুনাভাটি চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার সুনীল কুমার জানান, আমরা সকালে এক সপ্তাহের মজুরি দিয়েছি। বাকি যা বকেয়া রয়েছে তা ধীরে ধীরে দিয়ে দেওয়া হবে। বাগানের পাতা আগের তুলনায় অর্ধেক হয়েছে তাই মজুরি দিতে একটু সমস্যা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা দাবি আদায় করতে যেভাবে পথ অবরোধে শামিল হল তা ঠিক নয়।

# ভালো কাজের জন্য বেলুড় থানাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** ভালো কাজের জন্য হাওড়ার বেলুড় থানাকে এক লক্ষ টাকা বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা হাওড়ার নগরপালের।
শনিবার বেলুড় থানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, পুরস্কার দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কোনও ভালো কাজের জন্য। সব থানা ভালো কাজ করছে। তবে, তারমধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। শেষ এক বছরে আমার মনে হয়েছে বেলুড় থানা ধারাবাহিকভাবে খুব ভালো কাজ করছে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ খুব ভালো আছে। অনেকগুলো অনুষ্ঠান ওনারা নিয়েছেন। শিশুদের প্রশিক্ষণ, চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজে এলাকার মানুষ, জনপ্রতিনিধিরা, লায়ন্স ক্লাব সহায়তা করেছেন। বেলুড় মঠ সাহায্য করেছেন। এরমধ্যেও থানার ওসি সহ সেই টিমের উদ্যোগ থাকে। ভালো কাজ হলে অনেকেই সেখানে জুড়ে যায়। সেই কারণেই বেলুড় থানাকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বেলুড় থানা কমিউনিটি পুলিশিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। এর সঙ্গে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বেলুড় থানা। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বেলুড় থানাকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের তরফে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বেলুড় থানার তরফে এলাকার প্রায় ১৫০ জনের হাতে ছটপুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ভূতবাগান এলাকার ১৬০ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ১০০ জন কচিকাঁচাকে উপহার প্রদান করা হয়।

# ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারিত সৌমেন মহাপাত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক**

**আপনজন:** পূর্ব মেদিনীপুর:ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান এর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সৌমেন কুমার মহাপাত্র কে,বিশেষ সূত্রে এই খবর জানা যাই।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতামত ক্রমে সৌমেন কুমার মহাপাত্র কে রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।পরিবর্তে সেই পদে আনা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা মুখ্যমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।সৌমেন কুমার মহাপাত্রের সময়টা মোটেও ভাল যাচ্ছে না বলে মত রাজনৈতিক মহলের,রাজ্যে তথা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সৌমেন

কুমার মহাপাত্রের কালিপুজোর আবহেই তাঁর দলের পদ গিয়েছে।ছিলেন দলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি।সেই পদ থেকে দলই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।পরিবর্তে দেওয়া হয় দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদ।অনেকর মত ওই পদের সেভাবে কোনও গুরুত্ব নেই,ক্ষমতাও তেমন নেই, ঠিক ৩ দিন পরেই ২১ এবং ২২ তারিখ বসতে চলেছে ব্যাঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'র আসর।সেই বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্য সরকার জোর দিচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর।রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পে আরও গতি আনতে ভবিষ্যত্ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে এবার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার।তাই এই বছর বাণিজ্য সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পকে।সেই লক্ষ্যে প্রায় ২০ হাজার ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগীর হাত ধরে ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঘটতে চলেছে যা খুব কম করেও ১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেবে।

# রাস্তা বেহাল, তাই খাটিয়া উল্টো করে দড়ি বেঁধে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:**খাটিয়া উল্টো করে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোগীকে, এমনি ভিডিও দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি আমাদের আপনজন পত্রিকা। তবে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাটি মালদহের বামনগোলা ব্লকেরগোবিন্দপুর মহেশপুর অঞ্চলের মালডাঙা গ্রামের। এই নির্মম ছবি উঠে এল এ রাজ্যেরই উত্তরবঙ্গের গ্রামে ।সূত্রের খবর,ওই গ্রামেরই গৃহবধূ মামনি রায় (১৯)। বছর কয়েক আগে এলাকার বাসিন্দা কার্তিক রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মামনির। সম্প্রতি তিনি কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন বলে খবর। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেন।অ্যাম্বুলেন্স ও এলাকার টুটু ফোন করে রাখা হলে তারা রাস্তা খারাপের অজুহাত দেয় আসতে পারবেন না।অবশেষে কোন উপায় না পেয়ে খাটিয়াকে উল্টো করে দড়ি বেঁধে সেই খাটিয়াতে শুইয়ে তাঁকে বাঁশ করে

নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তবে বাঁচানো যায়নি মামনিকে। বাড়িতে রয়েছে ফুটপুটে ২ বছরের এক সন্তান। রাস্তার খারাপে জন্য প্রাণ হারালো ১৯ বছর বয়সে মামনি রায়।পরিবার তরফ থেকে জানাই রাস্তায় জন্য কোন টোটো অ্যাম্বুলেন্স কিছুই আসতে চায়না,শেষ মুহূর্তে কোন বুদ্ধি না পেয়ে পরিবারের লোকেরা খাটিয়াতে দড়ি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছেন এমন একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হয়। জানা গেছে রাস্তার জন্য বিডিও অফিসে বহুবার জানানো হয়।রাস্তা যেন পথ করা হয়েছিল। জনপ্রতিনিধিরা ভোট আসলেই শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু রাস্তা হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে খাটিয়ে করে নিয়ে যেতে হয় রোগীকে। এইবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি জানান এই ঘটনা আমার জানা নেই সঠিক ভাবে। রাজ্য সরকার যেভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন এরকম কোন ঘটনা ঘটার কথা নয় যদি ঘটে থাকে তাহলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিষয়টি। এবার যত তাড়াতাড়ি সেই রাস্তা তৈরি করা হবে। এই বিষয়েবিরোধী দলের নেতা বিনা কীর্তনীয়া ও অম্লান ভাদুড়ী বলেন, এত এত রাস্তা হচ্ছে পথশ্রী কোথায় এই পথশ্রী রাস্তা হয়েছে কিন্তু কোথায় হয়েছে বামনগোলের রাস্তা হল মধ্যযুগীয় বর্বরতার এমন ছবি দেখতে হতো না ১৯ বছরে এক গৃহবধূ প্রাণ হারাতে হতো না। গৃহবধূর মৃত্যুর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকাবাসী মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে থাকে অবশেষে বামনগোলার থানার আইসি বিশাল পুলিশবাহিনী ও বামনগোলার বিডিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অবশেষে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় এ রাস্তার বিষয় নিয়ে জেলাশাসককে জানাবেন ও খুব শীঘ্রই রাস্তা করা যায় কিভাবে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অবশেষে আশ্বাস পাওয়ার পরে অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

# মাত্র ৮ দিনের শিশুকে বিক্রি করার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে!

**নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর**

**আপনজন:** নিজের ১৮ দিনের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন অভাবী মা।আর সেই সদ্যোজাত সন্তানকে দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে এলাকার এক ব্যবসায়িক দম্পতির বিরুদ্ধে কেনার অভিযোগ ওঠে।বিষয়টি জানতে পেরে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ী দম্পতির কাছ থেকে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে পুনরায় তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এলাকার এক তৃণমূল নেতা।কিন্তু ওই অভাবী গৃহবধূর নেওয়া দেড় লক্ষ টাকার একটা অংশ ওই তৃণমূল নেতা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রামে।যদিও ওই তৃণমূল নেতার বক্তব্য তিনি কোনও টাকা নেননি।ওই ব্যবসায়ী দম্পতিকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি কুড়ি হাজার টাকা পরবর্তী সময়ে ওই গৃহবধূ ফিরিয়ে দিবে বলে জানানো হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই গৃহবধূর স্বামী ভিন রাজ্যে কর্মরত। স্ত্রী ও নাবালক সন্তানের জন্য ঠিক ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন না ওই গৃহবধূর স্বামী।
এসবের মধ্যেই চলতি বছর ১ নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ

হাসপাতালে আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় ওই গৃহবধূ।কিন্তু বাড়িতে এতই টাকার অভাব যে সদ্যোজাতের প্রয়োজনীয় কোনও খাবার কেনার ক্ষমতা নেই মায়ের।তাই সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে বিক্রি করার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ।গৃহবধূ জানিয়েছেন,স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কন্যা সন্তান রয়েছে।কিন্তু কোনও পুত্র সন্তান নেই।ওই দম্পতিই তার সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।তাই অভাবী ওই গৃহবধূ দেড় লক্ষ টাকার বিনিময় তার সদ্যজাতকে তুলে দেন আগরওয়ালা দম্পতির কাছে।কিন্তু সেই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।তারপরই হরিশ্চন্দ্রপুরের এক তৃণমূল নেতা গত বৃহস্পতিবার ওই সদ্যোজাতকে ব্যবসায়ী দম্পতির কাছ থেকে নিয়ে আবার ওই গৃহবধূর হাতে তুলে দেন।কিন্তু অভিযোগ ওই দেড় লক্ষ টাকা ওই তৃনমূল নেতা জোর করে নিয়ে নেন তার কাছ থেকে।পরবর্তীতে গ্রামে এনিয়ে সালিশি সভা হলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ফেরৎ দেন।কিন্তু বাকি ৩০ হাজার টাকা আর দেননি।যদিও ওই তৃণমূল নেতা দাবি করেছেন,তিনি শুধু শিশু বিক্রি আটকেছেন।কোনরকম টাকার বিষয় তিনি জানেন না।অন্যদিকে ওই গৃহবধূ নিজের মুখে স্বীকার করে নিয়েছেন সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে ব্যবসায়ী দম্পতির কাছে বিক্রির কথা। যদিও ওই ব্যবসায়ী আগরওয়ালা দম্পতি
সমগ্র ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়।এব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে,শিশু বিক্রির কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।অভিযোগ হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন।

# শারদ মিলন উৎসবে বিজেপিকে নিশানা করলেন বিধায়ক নারায়ণ

**এম মেহেদী সানি ● হাবড়া**

**আপনজন:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া-১ ব্লকের অন্তর্গত বেড়গুম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শারদ মিলন উৎসব। শনিবার বেড়গুম হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, হাবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি, জাতীয় শিক্ষক নীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নারায়ণ গোস্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার কথা তুলে ধরে উপস্থিত পঞ্চায়েতবাসীকে অবগত করান। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাপ্য বাংলা শ্রমিকদের ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামতে আহ্বান জানান। অন্যদিকে বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিজেপি নেতাদেরকে পরিযায়ী পাখির সঙ্গে তুলনা করে, নারায়ণ গোস্বামী। বিগত দিনের বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা যেভাবে বাংলায় এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই আগামী লোকসভা ভোটের আগে আবারও তাঁরা বাংলায় আসবেন এবং পরাজিত হয়ে ফিরবেন, এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিজেপি নেতাদেরকে পরিযায়ী পাখির সঙ্গে তুলনা করেন নারায়ণ।
অন্যদিকে সভায় বক্তব্য রাখার সময় বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ দাস রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তুলে ধরে মানুষকে রাজ্য সরকারের পাশে থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি গোবিন্দ দাস, কল্যাণব্রত দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, সমাজসেবী নরোত্তম বিশ্বাস, পিনাকী বিশ্বাস, তাপস ঘোষ, আব্দুর রউপ মন্ডল প্রমুখ।

## পুরুলিয়ায় নব কুষ্ঠ নিবাসের আবাসিকদের শীত বস্ত্র বিলি

**জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া**

**আপনজন:** শীত পড়তেই পুরুলিয়া জেলা জুড়ে প্রায় নিত্যদিনই যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক সেই মতোই শনিবার নব কুষ্ঠ নিবাসের আবাসিকদের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হলো। জানা যায় এদিন পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের বলরামপুরে আবাসিকদের শীত বস্ত্র ও শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, যুব তৃণমূল কংগ্রেস এর সম্পাদক স্নেহাশিস ব্যানার্জী, শ্যাম বাবু গরাই, উজ্জ্বল ঝা, ইন্দ্রজিৎ পাণ্ডে ছাড়াও অন্যান্যরা। আগামী দিনেও আবাসিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল কংগ্রেস এর জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

**ছড়িয়ে-ছিটিয়ে**

## অবৈধ কয়লা আটক করল দুবরাজপুর থানার পুলিশ

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ পাচারের আগেই অবৈধ কয়লা উদ্ধার করলো।সেই সাথে গাড়ির এক চালককেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাত্রে দুবরাজপুর থানার লক্ষীনারায়নপুর-রামপুর রাস্তায় একটা ছোট হাতি গাড়ি ও তিনটে মোষের গাড়িতে অবৈধ কয়লা পাচারের সময় পুলিশ সেগুলিকে আটক করে। ঘটনাস্থল থেকে পাচারকারী সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। বাকিরা পুলিশ দেখে পালিয়ে যায়। ছোট হাতি গাড়ি ও তিনটে মোষের গাড়িতে প্রায় ১০ টন অবৈধ কয়লা মজুত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এদিকে ধৃত কে শনিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা যায়।

## হেলমেটহীনকে গোলাপ দিয়ে পথ সচেতনতা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের হাতে গোলাপ ধরিয়ে অভিনব সচেতনতা বার্তা দিলেন স্কুল পড়ুয়ারা। শনিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পুরাতন ডাকবাংলা এলাকায় ট্রাফিক সচেতনতার আয়োজন করে সোসাইটি ফর ব্রাইট ফিউচার নামে এক সংস্থা।
দা স্কলার ইনস্টিটিউট এর পরিচালনায় আয়োজিত এই সচেতনতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসবিএফ এবং দা স্কলার ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা। এদিন হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের হাতে গোলাপ ফুল ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ট্রাফিক এবং পথ সচেতনতাই বিশেষ বার্তাও প্রদান করা হয় পথ চলতি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে।

# হাত-পা দিয়ে নয়, তুহিন ছবি আঁকেন পেট দিয়ে

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** হাত দিয়ে নয় পা দিয়েও নয় তিনি বেমালুম ছবি আঁকছেন পেট দিয়ে তার কোনও প্রতিবন্ধীতা নেই ঠিকই কিন্তু যার প্রতিবন্ধীতায় নিজের বিশ্বাস হারাচ্ছেন প্রতিনিয়ত তাদের সাহস জোগাচ্ছে নদীয়া জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া শিবির পাড়া বাসিন্দা তুহিন মন্ডল।পেট দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পেট দিয়ে আঁকালো এক যুবক। তুহিন মন্ডল জানান এই পেশায় যুক্ত প্রায় বছর কুড়ি ধরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী তার কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসে এবং এটাই তার লাস্ট উপার্জনের করে এই ছবি আঁকা শিখেছিলেন তার বাবার কাছ থেকে তারপরে নিজে নিজে ছবি আঁকতে শুরু করে একদিন হঠাৎ রিমোটের কথা মনে পড়ে। যদি এই রিমোটটা কাজ করতে পারে, তাহলে পেটের উপরে যদি তুলি রেখে একটি অন্য কিছু আঁকানো যায়, সেই চেষ্টা করে তিনি গ্রাম বাংলা,রবি ঠাকুর,স্বামী বিবেকানন্দ, নজরুল ইসলাম দের মত মহান ব্যক্তির ছবি এঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার ছবি আঁকায় পেশা ছবি আঁকায় নেশা একজন সুস্থ স্বাভাবিক পেট দিয়ে ছবি আঁকা কেন শুরু করলেন সেই বিষয়ে তিনি জানান পেট দিয়ে ছবি আঁকা যায় কিনা সেটা নিয়ে প্রথমে চেষ্টা করা বেশ কিছুক্ষন চেষ্টা করার পরে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক একটা ছবি আঁকাতে পারছে। সেই কারণে তিনি পেট দিয়ে ছবি এঁকে তাক লাগিয়ে দিলেন। এলাকার মানুষ শোন তাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন এবং ভালো ছবি আঁকে এবং তার ছবি দেখে মুগ্ধ এলাকার মানুষজন এলাকার স্থানীয় এক বাসিন্দা রাজু খলিফা জানান, এ লড়াই হাজারো প্রতিবন্ধকতা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্রথম নজর

# নজরুলের গান বিকৃত করার প্রতিবাদে সভা

**অভিজিৎ হাজরা ● আমতা**

**আপনজন:** নজরুল স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে নজরুল ইসলামের গান কারার ওই লৌহকপাট গানটি এ. আর. রহমান কর্তৃক বিকৃত করার প্রতিবাদে ধিক্কার সভা আয়োজন করা হল বাগনানের আগুন্সী গ্রামে নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে তার মর্মর মূর্তির সামনে ।
এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বর্ষিয়ান ডাক্তার শংকর চক্রবর্তী, শিক্ষক ও যুগ্ম সম্পাদক নজরুল স্মৃতিরক্ষা কমিটি- র প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সায়ন দে, শিক্ষক দেবাশীষ জানা, কোষাধ্যক্ষ তুষার হালদার, সমাজকর্মী সেখ মাতিন, পরিবেশ কর্মী অর্ঘ্য রায়, হেমন্ত ভৌমিক, সহ আরো অনেকে। অনেক কচিকাঁচারাও উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এলাকার অনেক মানুষও।
শ্লোগানে, বক্তব্যে ও আলোচনায় বিষয়টির প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রদীপ রঞ্জন রীত আশঙ্কা করেন - যদি না এখনই জোরালো প্রতিবাদ জানানো না যায় এ আর রহমানের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার হাত ধরে এই বিকৃত সুরই প্রচারিত হয়ে যেতে পারে যা খুবই বাজে ব্যাপার হবে।
সায়ন দে জানান - সমাজ মাধ্যমে, সরকারি স্তরে তথ্য সংস্কৃতি দফতরে, এমনকি ইমেল করে নজরুল স্মৃতিরক্ষা কমিটির তরফে এ প্রতিবাদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকে, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকেও পাঠানো হবে।

# ছটপুজো, তাই আত্রেয়ী নদীর ঘাট পরিদর্শন

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:** ছট পুজোর আগে আত্রেয়ী নদীর বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার। তাঁরা এদিন ঘুরে দেখেন আত্রেয়ী নদীর সংলগ্ন বিভিন্ন ছট পূজো উপলক্ষে তৈরি হওয়া ঘাট গুলি। লোশাসক বিজিন কৃষ্ণা ও জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও ছট পুজোর ঘাট পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাসিম , ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সোমনাথ ঝাঁ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র সহ আরো অনেকে। আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট, কংগ্রেস ঘাট সহ অন্যান্য ঘাট পরিদর্শন করেন তাঁরা। মূলত কোন কোন নদী ঘাটে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কি ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সব বিষের ক্ষতিয়ে দেখেন জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। উল্লেখ্য, ছটপুজো উপলক্ষে ঘাটগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। পুজো দেখতে বহু মানুষ জড়ো হন। পুণ্যার্থীদের পুজো দিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে জন্য বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করল পুলিশ-প্রশাসন। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিণ কৃষ্ণা জানান, আমরা বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর ধারে তৈরি হওয়া ছট পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন ঘাটেরনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলাম। এখানকার আয়োজনগুলো মোটামুটি ঠিকই করা হয়েছে। যেখানে যেখানে যা যা প্রয়োজন নিরাপত্তার জন্য সেই সমস্ত বিষয়ে বলা হয়েছে।

# প্রয়াত সমাজসেবীর স্মৃতিতে রক্তদান শিবির

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** সোনামুখী ব্লকের ধুলাই পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবী মোঃ হানিফ , আনিযা বিবি , সহরুদ্দীন শেখ , শাহজাহান শেখ , আয়নাল শেখ ও লালচাঁদ মিদ্দার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমশোল এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।
প্রয়াত সমাজসেবীর পরিবারের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো । এবছর তাদের রক্তদান শিবির দ্বিতীয় বর্ষের পদার্পণ করল । এক ফোঁটা রক্তের অভাবে অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে মৃত্যুবরণ করতে হয় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় রোগী ও রোগের আত্মীয়দের , আর সে কথা মাথায় রেখে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো । এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ১১০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন । এই রক্তদান শিবিরের ফলে জেলায় কিছুটা হলেও কমবে রক্ত সংকট । তাদের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অসাধারণ মানুষ । পরিবারের সদস্য শেখ আনিসুর রহমান জানান , এ বছর আমাদের এই রক্তদান শিবির দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল । এলাকার সকল সাধারণ মানুষ এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন । আগামী দিনে সমাজের জন্য আরও বৃহত্তর কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের ।

# অর্থাভাবে ক্যানসার চিকিৎসা থমকে ধূপগুড়ির কিশোরের

**সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি**

**আপনজন:** সরকারি গাফিলতিতে আটকে রয়েছে ক্যান্সার রুগীর চিকিৎসা। অভিযোগ, সমস্ত রকম নিয়ম মেনে সাহায্যের আর্জি জানানোর পরও মেলেনি চিকিৎসার টাকা। এখন বারবার সমস্যার কথা জানিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও মিলছে না সুরাহা, সমস্যায় হতদরিদ্র পরিবার।
জানা যায়, বছর ২৬ এর কৌশিক বর্মন ক্যান্সার আক্রান্ত হয় ২০২২ সালে। ধুপগুড়ির ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মাটির বাড়িতে বাবা মা ও ২ দাদা নিয়ে সংসার তাদের। দিন এনে দিনে খাওয়া পরিবার হলেও সচ্ছলভাবে চলছিল পরিবারটি। কিন্তু বাড়ির ছোট ছেলে মারণ রোগ ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর পাল্টে যায় পুরো পরিবারের চিত্রটা। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়িতে ছেলের চিকিৎসার জন্য দৌড়ে যখন কোন কিছুই হচ্ছিল না, সে সময় এই হতদরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ায় প্রতিবেশীরাই। সবাই কিছু কিছু টাকা সাহায্য করে সেই ছেলেটির জন্য টাকা জমিয়ে তার চিকিৎসা করাতে ব্যাঙ্গালোর পাঠায়। জানা যায়, ব্যাঙ্গালোরে সফলভাবেই অপারেশন হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গে ফিরে বেসরকারি হাসপাতালে শুরু হয় কেমো দেবার পালা। অভিযোগ স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে ২ টা কেমোর সাহায্য পেলেও আরও কেমো দেবার জন্য আবারও প্রতিবেশীদের কাছে হাত পাততে হয়। এভাবেই এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ ক্যান্সার আক্রান্ত হবার পর চিকিৎসার জন্য হয়। এরপর হাসপাতাল থেকে জানানো হয় তার আবার অপারেশন করতে হবে। প্রায় ছয় মাস আগে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডের জন্য সমস্ত নিয়ম মেনে তারা আবেদন করে। কিন্তু ভাগ্যের ফের, আবেদন করার ৬ মাস এখনো পর্যন্ত কোন সাহায্য পায়নি পরিবার। যার জন্য এখন এক্কেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ক্যান্সার আক্রান্ত ছাব্বিশ বছরের এই তরুণের চিকিৎসা। কবে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডের টাকা তারা পাবে এবং তারপরে তার অপারেশন করবে সেই অপেক্ষার দিন গুনছে পরিবার। তাদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী তাদের এই আবেদনে সাড়া দেবেন।

# নদিয়ায় বিপুল ভেজাল ঘি উদ্ধার পুলিশের

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** পুলিশের বিশেষ অভিযানে আবারো উদ্ধার বিপুল পরিমাণে ভেজাল ঘি সহ সরঞ্জাম, পলাতক অভিযুক্ত ঘি ব্যবসায়ী।আবারো গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, এক ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে উদ্ধার ভেজাল ঘি সহ সরঞ্জাম। ঘটনায় আবারো নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাটি নদীয়ার ফুলিয়ার নবলা পঞ্চায়েতের উমাপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ওই এলাকার কৃষ্ণ রায় নামে এক ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এরপর সেখান থেকে উদ্ধার করে ৩৩০ কেজি ভেজাল ঘি সহ সরঞ্জাম। যদিও খবর আগে থাকতে পেয়ে বাড়ি থেকে পলাতক হয়ে যায় অভিযুক্ত ঘি ব্যবসায়ী কৃষ্ণ রায়। সম্প্রতি গত কয়েকদিন আগেই ফুলিয়া এলাকা থেকে ৫৫০ কেজি ভেজাল ঘি উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আর সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো বিপুল পরিমাণে ভেজাল ঘি উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনের। তবে নদীয়ার ফুলিয়া এলাকা থেকে একাধিকবার ভেজাল ঘি তৈরি করার অভিযোগ উঠে আসছে পুলিশের অভিযানে।

# জীবন্তি হল্টের রাস্তা পরিদর্শন করলেন অধীর

**রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি**

**আপনজন:** বহরপুরের যদুপুর থেকে জীবন্তি বাজার পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তা নতুন ভাবে সংস্কার করার জন্য জীবন্তি রাস্তা পরিদর্শন করলেন সাংসদ অধীর চৌধুরী। জানা গিয়েছে কান্দির জীবন্তি থেকে বাসুদেব খালি এবং বহরমপুরের যদুপুর থেক বহুরুলের প্রায় ১০ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, নতুন করে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়ত করে , রাস্তা খারাপের জন্য স্কুল থেকে শুরু করে হাসাপাতেলে যেতে সমস্যা গ্রামবাসীদের পড়তে হয়।
সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় এই রাস্তার উপর প্রায় ১৫ টির বেশি গ্রামের মানুষ এবং দুটি হাইস্কুল ও ৯ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্ভরশীল। এলাকার মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে শনিবার জীবন্তিতে রাস্তা পরিদর্শনে এলেন সাংসদ অধীর চৌধুরী। জানা গিয়েছে প্রায় ১০ কিমি রাস্তার জন্য প্রধান মন্ত্রী সড়ক যোজনায় মাধ্যমে প্রায় ৮ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন আগামী জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কাজ শুরু হবে। খবর পেতেই খুশির হাওয়া এলাকায়।

# টোটো-বাইক সংঘর্ষে আহত চালক

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা**

**আপনজন:** টোটোর সাথে বাইকের সংঘর্ষে জখম টোটো চালকের যাত্রী। বাইকের চালকও। শনিবার বিকেল তিনটা নাগাদ মোথাবাড়ি থানার কাছে রাজ্য সড়কের ওপর এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুতই পুলিশ ছুটে আসেন ও আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী মোথাবাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয় । টোটো রিজারভ যাত্রী নিয়ে ছারকাবস্তি থেকে গঙ্গাপ্রসাদ যাচ্ছিল। সকলে একই পরিবারের । কচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে নানির বাড়ি যাচ্ছিল পরিবারটি। কিন্তু পথে দুর্ঘটনার কবলে সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ও চিকিৎসা চলে। আহতরা হলেন শায়েদ আনোয়ার বয়স ২৭, সে টোটো চালক। এছাড়াও টোটোর যাত্রীরা হলেন হাসিনা খাতুন (৩৩ ) জাবেদ আলী (৪ ) ফাতেমা খাতুন (৩) বছর মোহাম্মদ জুবায়ের আলী( ১৪ ) ।
আহত বাইক চালক হলেন মোঃ গোলাম (২৫)। পায়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করতে হয়। এবং দুজনের পায়ের আঘাত জন্য দুজনকে মালদা রেফার করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মোথাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক মোঃ নাওয়াজ।

# পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

**নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর**

**আপনজন:** মূক ও বধির এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে এক পার্শ্বশিক্ষকের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে ঘিরে শনিবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।ঘটনায় বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।ওই পার্শ্বশিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন পুলিশ বলে খবর।ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, শুক্রবার দুপুর দু'টা নাগাদ টিফিন টাইমে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন খেতে ব্যস্ত ছিল সেই সময় ওই শিক্ষক আমার মেয়েকে স্কুলের সিঁড়ির কোনায় নিয়ে গিয়ে অসভ্য আচরণ করেছে।অশ্লীল কথাবার্তাও বলেছে।এমনকি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মেয়ে বাড়ি পৌঁছে কেঁদে কেঁদে ইশারায় সব জানান।যদিও ওই পার্শ্বশিক্ষকের ভাইয়ের দাবি, তাঁর দাদার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।ব্যক্তিগত শত্রুতাতেই এগুলো করা হচ্ছে।বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখলে সব বেরিয়ে আসবে।এ প্রসঙ্গে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।এর বেশি কিছু আমি মন্তব্য করব না।'পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# ইট ভাটার মহিলা কর্মীদের বস্ত্র বিতরণ

**বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার**

**আপনজন:** এই সংগঠনের মধ্যে কেউ কলেজেশনিবার ডায়মন্ড হারবারের আবদালপুর, দেউলপোতা সহ বেশ কিছু ইটভাটায় মহিলা কর্মীদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দিলেন 'আমরা আপনজন' গোষ্ঠীর সদস্যরা।
ডায়মন্ড হারবারের বেশ কিছু তরুণ তরুণীদের হাত ধরে পথ চলা শুরু মানবিক সংগঠন 'আমরা আপনজন' এর। কখনো বিধ্বংসী ঝড়ে সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চলে ত্রান পৌঁছে দেওয়া,কখনোও আবার মৎস্যজীবী পরিবারের শিশুদের হাতে বস্ত্র তুলে দিতে দেখা গেছে এই সংগঠনের সদস্যদের। এদিন সংগঠনের প্রবীন সদস্য অশোক মন্ডলের প্রয়াত স্ত্রী অনিমা মন্ডলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইট ভাটা গুলিতে মহিলা কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র।

# প্রধান শিক্ষকের বদলি দাবি বাগদার স্কুলে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা**

**আপনজন:** শুক্রবারের পর শনিবারেও অব্যাহত পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভ।
আন্দোলনের যেড়ে বাতিল মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা।
আর্থিক দুর্নীতি এবং চারিত্রিক অভিযোগ তুলে বাগদা থানার কোনিয়ারা যাদবচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপম সর্দারের বদলির দাবিতে শুক্রবারের পর শনিবারও বিক্ষোভ পথ অবরোধের শামিল স্কুল পড়ুয়া অভিভাবক থেকে গ্রামের মানুষেরা। সকাল থেকেই কলববাগান-বেয়ারা রোড অবরোধ করে তারা।
শনিবার সকালে প্রতিদিনের মতোই স্কুল শুরু হয়েছিল কিন্তু কিছু সময় পরই বাগদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তায় স্কুলে আসেন প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদার। আর তাকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্কুলের পড়ুয়া অভিভাবক ও গ্রামের মানুষেরা। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যাই পড়ুয়ারা। স্কুল থেকে ৫০০ মিটার দূরে মূল সড়ক অবরোধ করে তারা।
অন্যদিকে শনিবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে এবং স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে শনিবারের পরীক্ষা চলতি মাসের ২৯ তারিখ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কুলের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা দাবি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মন্ডলের।
পরীক্ষা না হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা করছেন পড়ুয়ারা।
অপরদিকে প্রধান শিক্ষক অনুপম সর্দার প্রতিদিনের মতোই নিয়মিত স্কুলে আসছেন। অনুপম বাবু দাবি স্কুলের কিছু শিক্ষক এবং এলাকার মানুষরা চক্রান্ত করে তার বিরুদ্ধে এই কাজ করাচ্ছে।এতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের ক্ষতি হচ্ছে।

# সম্প্রীতির নবান্ন পালিত মীর সাহেবের মাজারে

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** সম্প্রীতির নবান্ন পালিত হলো রাজনগরের মীর সাহেবের মাজারে। উনার নাম হজরত মীর নুরুদ্দিন হুসেইনী (রহঃ) যাহা মীর সাহেব বাবার মাজার হিসেবে এলাকায় প্রচলিত আছে।
জানা যায়,কয়েকশো বছর আগে সুদূর আরব থেকে এক সুফিসাধক এসে উপস্থিত হন রাজনগরে। সে সময় স্থানীয় বিনোদ দত্ত নামে তাঁর এক ভক্ত উনাকে জমি দান করেন। সেখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে সেই স্থানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর পয়লা অগ্রহায়ণ তাঁর এই মাজারে হিন্দু-মুসলিম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ফুল সিন্নি চাদর চড়িয়ে নবান্ন উৎসব পালন করেন। নবান্ন ঘিরে তিন দিনের মেলারও আয়োজন করা হয়। উত্তম দত্ত , উজ্জ্বল দত্ত, তপন দত্তদের সাথে মফিজ আলী, শওকত আলী, মৌলানা জাফর আলিরা একসাথে পালন করেন সম্প্রীতির নবান্ন।
শনিবার ফিতা কেটে নবান্ন উৎসবের শুভসূচনা করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপিতি কাজল শেখ। সেইসাথে ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু এছাড়াও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি সহ বহু বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ।
এদিন কাজল সেখ মাজারে চাদর চড়িয়ে জেলাবাসীর মঙ্গল কামনায় দোয়া করেন। সেইসাথে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এরপর মঞ্চে বক্তব্যের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে উন্নয়নের সাথে থাকার জন্য আবেদন করেন। যেকোনো উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

# কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ সামশেরগঞ্জে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● সামশেরগঞ্জ**

**আপনজন:** নিফের সামশেরগঞ্জে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙ্গন ধরালো তৃনমূল কংগ্রেস।
শনিবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন সামশেরগঞ্জের কাঞ্চনতলা অঞ্চলের কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন এবং সহিদুল ইসলাম। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন সিপিআইএম, কংগ্রেস ও নির্দলের প্রতীকের প্রতিদ্বন্দ্বি দশ জন প্রার্থী নেতা সহ বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাংসদ খলিলুর রহমান সে সময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
এদিকে ফের একবার বিরোধী শিবির থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ঘিরে রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকার রাজনৈতিক মহলে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** শিশনিবার বোলপুরের সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার অধ্যাপক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিকম গ্রুপের চেয়ারম্যান অনীশ চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ডন বসকো স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার বিকাশ মন্ডল, পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার গিল্ডের সাধারন সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চ্যার্টাজী, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির আচার্য সুমিতা চক্রবর্তী, উপাচার্য প্রবীর মুখোপাধ্যায় সহ অনান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।
বীরভূমের বোলপুর শান্তিনিকেতন পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রডাঙ্গাল গ্রামের পাশে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এদিন ১৭১২ জন ছাত্র ছাত্রীকে শংসাপত্র দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে।
উল্লেখ্য, এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জীনিয়ারিং, আইন, কৃষি বিভাগ, বিঞ্জান, ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হয়। রাজ্য ছাড়াও ভিন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে। এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি ছিলো যথেষ্ট নজড়কাড়া।

# মহরম ও পুজো কার্নিভালের পুরস্কার

**সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া**

**আপনজন:** শনিবার উলুবেড়িয়া পুরসভার উদ্যোগে উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত শারদীয়া,মহরম ও দুর্গাপুজোর কার্নিভালের পুরস্কার প্রদান করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়,সাংসদ সাজদা আহমেদ,হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার,বিধায়ক সুকান্ত পাল,প্রিয়া পাল, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সিদ্ধার্থ ধোপোলা প্রমুখ।এদিন পৌরসভা এলাকার ১৮ টি দুর্গাপুজো কমিটি,৪ টি মহরম কমিটি এবং কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী উলুবেড়িয়া মহকুমা এলাকার ১৬ টি দুর্গাপুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়।

# জনসংযোগ কেন্দ্রের সূচনায় সাংসদ প্রতিমা

**মনজুর আলম ● জয়নগর**

**আপনজন:** নতুন জনসংযোগ কেন্দ্রের দ্বারউদঘাটন করলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার হরিনারায়নপুর চৌরাস্তা এলাকায় নতুন জনসংযোগ কেন্দ্রের ফিতে কেটে দ্বার উদঘাটন করেন তিনি। দীর্ঘ কয়েক বছর জয়নগর শহরের জনসংযোগ কেন্দ্রটি ছিল এখন থেকে চৌরাস্তার মোড়ে এই জনসংযোগকেন্দ্রে সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ শনিবার বিকালে থাকবেন, শুনবেন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

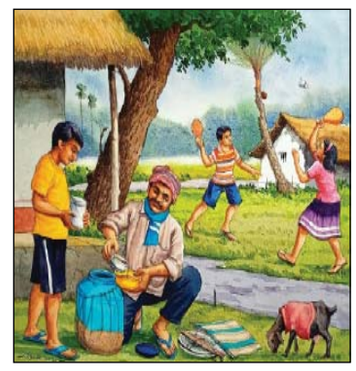

■ প্রবন্ধ: একজন একা মানুষ: এই শহরে
■ নিবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
■ নিবন্ধ: শিশু দিবসের সাফল্য ও সার্থকতা
■ অণু গল্প: হয়তো তুমি আসবে
■ ছড়া-ছড়ি: আল আকসা



## একজন একা মানুষ

# এই শহরে

দেশ-বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার একটি শক্তিধর পরিবার থেকে উত্থিত **খাজিম আহমেদ** প্রায় ছয় দশক ধরে নিরলস বৌদ্ধিক চর্চা আর সাহিত্য নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর 'চেকার্ড', আর 'মাভেরিক' জীবনের বর্ণময় পরিচয় বর্তমান আলোচনাটির মারফত উত্থাপন করা হচ্ছে। অনেকেই তাঁকে এই বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মর্যাদার অন্বেষক হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর অগণন রচনার অনিঃশেষ গ্রহণযোগ্যতা উভয়বঙ্গে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

### ৩

### শুরু হল কথা বলা

১৯৯০-এর দিকে কারা যেন কোনো একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাশ্বেতা দেবীকে কান্দি নিয়ে যেতে চান। সঙ্গে থাকবেন প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, অপূর্ব ভট্টাচার্য এবং খাজিম আহমেদ। কী আশ্চর্য গাড়ির কথাই তুললেন না। সোজা বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ায় জন্য আমাকে বললেন রিক্সায় ওঠো। কান্দির হ্যালিফক্স হলে পৌঁছে দেখি প্রিন্স অতীশ সিংহ মহাশয় দিদিকে 'রিসিভ' করার জন্য সাদা মুচমুচে (crisp) ধুতি-পাঞ্জাবি আর কোলাপুরী চপ্পল পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। অপূর্ব ভট্টাচার্য অপূর্ব ছবি তুলেছিল আধ ডজন। মওজুদ রয়েছে আমার কাছে। একবার অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে সেমিনার করেছিলেন কলেজিয়েট স্কুলে। দীপংকরদার সঙ্গে দিদির সম্পর্ক ছিল ভীষণ আন্তরিক। কলকাতার বাসস্থানে (বালিগঞ্জ স্টেশন রোড) গিয়েই আমন্ত্রণ জানান। দীপংকরদাকে দিদি বলেন, 'তুমি তো কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো, তাই খাজিমকে পাঠিয়ে দেবে, ও এসে আমাকে নিয়ে যাবে।' কথা রেখেছিলেন। শহর বহরমপুরের তাঁর অনুরাগীরা হল ভর্তি করে দিয়েছিলেন। একবার খোদ লন্ডন থেকে হেনরি নামে একজন তরুণ গবেষক দিদির সঙ্গে কলকাতা থেকে বহরমপুর এলেন। আমার ডাক পড়ল। পৌঁছোতে বললেন, কালকে কি স্কুল যাচ্ছ? বললাম, আপনি এখানে, আমি ওখানে কী করে হয়। বললেন, হেনরি সীমান্তবর্তী চর এলাকার জনজীবন নিয়ে গবেষণা করছে। তোমার জন্যই ওকে ধরে এনেছি। কাতলামারি, সাগরপাড়া, জলঙ্গির দিকটা ওকে সার্ভে করতে সাহায্য করো । লোকেদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও, তুমি দোভাষীর দায়িত্বটা নেবে। তিন দিনের মাথায় হেনরি পরিষ্কার উচ্চারণ করল খাজিমদা। দিদি খুশ। আমি খুশি। হেনরি কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে রয়েছে। শহর বহরমপুরের মাত্র দুজন বিদূষী এবং মহীয়সী মহিলা আমাকে হুকুম এবং আদেশ করার অধিকারী ছিলেন, ঈপ্সিতা গুপ্ত এবং মহাশ্বেতা দেবী। তারা আজ নেই। বেদনায় আচ্ছন্ন, বিষণ্ণ বেলায় মনে পড়ে । কষ্ট হয়। আবার মনে করে সন্তোষ বোধ করি। অধ্যাপক রেজাউল করীমের জীবনের শেষ দু-দশক হররোজ প্রত্যক্ষ করেছি! কত কথা, কত স্মৃতি যে রয়েছে তার অন্ত নেই। সে বাবদে একটি পূর্ণ লেখা ভিন্ন সময়ে পেশ করা যাবে। হরিজনের সঙ্গে বসে চা পান, ডেভিস রোডের (আবদুস সামাদ রোড) 'নন-প্রিভিলেজড' শ্রেণির বাচ্চাদের মধ্যে তাঁর প্রত্যহ বিস্কুট বিতরণ, হাজারো মানবীয় কাজকম্ম। সুচতুর সংসারে এক দরবেশের নির্লিপ্ত জীবন। শুধুমাত্র একটি দিনের কথা বলি। ১৯৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করবে এমন বিশ্বস্ত খবর দিলেন ড. জহর সেন। অধ্যাপক সেন অধ্যাপক করীমের প্রতিবেশী ছিলেন। ড. সেন চলে যেতেই বললেন, 'বাবা খাজিম, সেদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, লাঠিটা ধরবে, ডায়াসে তুমি থাকবে'– তিনি বুঝছেন না যে তাঁর জন্য বহরমপুর গার্লস কলেজের শিক্ষিকারা প্রস্তুত হয়ে আছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে লোক প্রস্তুত রয়েছে। বস্তুত তাঁরা অধ্যাপক করীমকে সামলানোর দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিলেন। 'জলসিঁড়ি' পত্রিকার সম্পাদক অপূর্ব, সব ছবি তুললেন তাঁর মূল্যবান ক্যামেরা দিয়ে। আজও তা যত্ন সহকারে আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। 'শহর কলকাতা' থেকে দূরে এসে বহরমপুর গার্লস কলেজের প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে আয়োজিত সমাবর্তন উৎসবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এইভাবে 'মুক্ত জ্ঞান ও মুক্ত মন সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য। সৌভ্রাতৃত্বের সেই মহতী আদর্শের দিকে লক্ষ রেখে এবং চিরকালীন সামাজিক অবদানের কথা বিবেচনা করে অশীতিপর বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস রেজাউল করীমকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ সাম্মানিক ডি.লিট. (Doctor of Literature Honoris Causa) উপাধিতে ভূষিত করা হল।

*মহাশ্বেতা দেবী ও রেজাউল করিমের মাঝে উপবিষ্ট লেখক (সামনে উপবিষ্ট)*

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার সংগ্রামে অগ্রচারী সৈনিক ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নিরলস ব্রতচারী করীম সাহেবকে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনাবিল গর্ববোধ করছে।'

*(সূত্র: বাঙালি মুসলমান: আপন ভুবনের সন্ধানে, উদার আকাশ প্রকাশন)।*

গত শতকের আটের দশকের মাঝের দিকে শহর বহরমপুরের অভিজাত ব্যক্তিত্ব, তুখোড় আইনজীবী, একদা পার্লামেন্টের সমস্য মাননীয় শশাংকশেখর সান্যাল আমার ৪৮/৬ কে.পি চট্টরাজ রোডের বাড়ির সামনে এসে হাজির। তাঁকে আমি চিনি। তিনি আমাকে চেনেন না। জানেন মাত্র। নীচ থেকে হালকা জোরে বলছেন, 'খাদেম একটি টাকা নিয়ে নামো তো বাপু।' তড়িঘড়ি হুকুম তামিল করলাম। তিনি টাকাটা নিলেন। রিক্সাচালককে দিলেন। পরনে লুঙ্গি, 'বাটা'র হাওয়াই চটি। আদুল গা। শুধু একটি গামছা ঘাড়ের ওপর রাখা। বললেন, না বলে মেহমান হয়ে গেলাম। অতি যত্নে আমার স্ত্রী প্রতিমা এবং আমি ওপরে তুললাম। অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষ হাঁপিয়ে গেলেন। সোফায় শুইয়ে দিলাম, পর্যাপ্ত হাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। থিতু হওয়ার পর উঠে বসলেন। আমরা আতিথেয়তার হালকা দায়িত্ব পালন করলাম। বললেন, তোমার লেখা 'গোষ্ঠ'র (রাধারঞ্জন গুপ্ত) 'জনমত'-এ প্রতি হপ্তায় পড়ছি। 'প্রাণে'র (প্রাণরঞ্জন চৌধুরী) 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় নানা লেখা পড়ছি। আমার মনে হয় তুমিই আমার বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা মন দিতে শুনবে। সেই কারণে স্বাধীনকে (পুত্র, আইনজীবী স্বাধীন সান্যাল) না বলে গোপনে এসেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাবেক বাংলার 'প্রিমিয়র' এ. কে. ফজলুল হক বহরমপুর সার্কিট হাউসের অতিথি হয়েছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। সেই সময় শশাংকশেখর সান্যাল ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে প্রায় প্রতিদিন সঙ্গ দিতে সেখানে যেতেন। সেই অভিজ্ঞতা শোনার জন্য আমাকে তাঁর লালদিঘির বাড়িতে যেতে হবে। সানন্দে রাজি হলাম। নির্দিষ্ট দিনে 'সুভাষশ্রী' বাড়িতে হাজির হলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভীষণ খুশি। বসার জায়গায় নিয়ে গেলেন। 'রুহ-আফজা'-র সরবত পান করতে দিলেন। অতঃপর এ. কে. ফজলুল হকের উদার অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, জনকল্যাণে কোনো রকম ধর্মীয় বাছ-বিচার না করে উপকার করার কথা বারে বারে উচ্চারণ করলেন। ঋণ সালিশী বোর্ড, কৃষকদের খাজনা মকুব, বিধবাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমাকে কত তথ্য যে দিলেন। আমার নানা লেখায় সে সব তথ্য ব্যবহার করেছি। এবার কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি বলি : কয়েকদিন বাদে পোস্টম্যান নীচ থেকে চিৎকার করছেন, 'Money Order, Money Order'। নীচে নেমে সই করে দেখি পোস্টম্যান আমাকে এক টাকা দিচ্ছেন। নিলাম। ছোট্ট টিঠি। লিখছেন– 'খাদেম, কর্জ বা ঋণ রাখতে নেই। শোধ করতে হয়। তোমার এবং বউমার কল্যাণ কামনা করি।' নীচে সই, শুধুমাত্র শশাংক লেখা। কী Humility! চোখে পানি এসে গেল। দুঃখ থেকে গেল তিনি আমাকে 'খাজিম' নামে চিনলেন না। আমি তাঁর কাছে 'খাদেম' (আল্লার সেবক) রয়ে গেলাম। সেই ঐতিহাসিক বাড়িটি কারা যেন মাটিতে গুড়িয়ে দিল, গাছ-গাছালি উপড়ে ফেলল অতি সম্প্রতি। আকাশছোঁয়া ইমারত হবে। আধুনিক সভ্যতার খেসারত আর কী! ড.নলিনাক্ষ সান্যাল আর শশাংকশেখর সান্যালের স্মৃতি সম্পৃক্ত 'বাংলো'-টি শহর বহরমপুরের মর্যাদার একটি কেন্দ্র ছিল, সেটি হারিয়ে গেল। এটি শহরের বেদনা।

# ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

### ৫

### মোদির কোলে দে দুল দোলে

গদি মিডিয়া। আপনারা ইদানীং শুনছেন এই গদি মিডিয়ার কথা। হিন্দিতে 'গদি' শব্দের মানে কোলের কুকুর বা lapdog . যে সব মিডিয়া সরকারের তাঁবেদারি করে তাদেরই গদি মিডিয়া বলা হচ্ছে। মিডিয়া গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ। সরকারকে প্রশ্ন করে মিডিয়া, সেটাই তার সঠিক কাজ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির আমলে, হয়তো বা তাঁরই চাপে, বেশ কিছু নিউজ চ্যানেল সরকারের দালালি করে চলেছে।

হিন্দুত্বের প্রচার, বিরোধী তথা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিষোদগার, মিথ্যা সংবাদ প্রচার এই হল এদের কাজ। 'গদি মিডিয়া' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সাংবাদিক রাভিশকুমার। দিল্লির দেশবন্ধু কলেজের স্নাতক রাভিশকুমার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকত্তোর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন এনডিটিভিতে। চ্যানেলের ফ্ল্যাগশিপ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান যেমন 'প্রাইম টাইম', 'হাম লোগ', 'দেশ কি বাত', ''রাভিশ কি রিপোর্ট' পরিচালনা করতেন তিনি। রাভিশ তাঁর যোগ্যতার নানা পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন : রামনাথ গোয়েঙ্কা এক্সিলেন্স ইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড, গৌরী লঙ্কেশ পুরস্কার, কুলদীপ নায়ার পুরস্কার, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী পুরস্কার, ম্যাগসেসে পুরস্কার। সেই রাভিশকুমার কেন এনডিটিভি থেকে পদত্যাগ করলেন ? কারণ, এই টিভির ২৯% শেয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বন্ধু গৌতম আদানির কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। পরবর্তীকালে আরও ২৬% শেয়ার কিনে নিতে প্রস্তুত আদানিরা, তার জন্য তারা ৪৯৫ কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত। আদানির মালিকানায় স্বাধীন সাংবাদিকতা সম্ভব হবে না। তাই রাভিশকুমারের পদত্যাগ। রাভিশকুমার বলেছেন, " বর্তমানে সাংবাদিকতার ভস্মযুগ শুরু হয়েছে। সাংবাদিকতায় যা ভালো রয়েছে, তা ভস্ম করে দেওয়া হচ্ছে।"

যাদের গদি মিডিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন রাভিশকুমার তাদের মূল কাজ হল মোদি সরকারের ডঙ্কা বাজানো। সরকারকে প্রশ্ন করার বদলে তারা সর্বদা তার গুণগান করে, সরকারের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে। বিষোদগার করে বিরোধীদের, সংখ্যালঘুদের। একটা 'ইসলামোফোবিয়ায়' ভোগে তারা। আর এস এস বা ভারতীব জনতা দলের হিন্দুত্ব প্রচারে সাহায্য করে। কেন তারা সরকারের দালালি করে, তার কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এস কে হাসান তাঁর ' হোয়াই ইন্ডিয়াজ গদি মিডিয়া প্রেডস হ্যাট্রেড অ্যান্ড ফেক নিউজ'নিবন্ধে।

১] লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতালাভ –" Absolute majority of the BJP-led NDA in parliament and its government at the centre and in many states, and growing irrelevance and inconsequentiality of a large obliterated opposition ."

২] বিজেপির ১০০ মিলিয়ন হিন্দু দর্শক দেখবে এই সব টিভি ----" Hindu viewership by the BJP's 100-million plus primary members and their massive support for the party and government, and the cult-like following of a monolithic Modi ."

৩] পাওয়া যাবে প্রচুর টিআর[পি .....' A high TRP achieved because of the majority Hindu viewership . "

৪] বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা .....' Funding by big business houses, which might be chummy with a particular party which supports their growth and in return they support that party . "

৫] কোন কোন চ্যানেলে বিজেপি নেতা বা আর এস এসের নেতার মালিকানা আছে..."Ownership or stakes of certain BJP and RSS leaders, MP's and supporters in some of these TV channels . "

৬] সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার সুবিধে থাকে ...." A huge revenue earned from government advertisement which these channels receive in return for their pro-BJP/ RSS / government policies . "

৭] সমাজসেবার চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থকে বড় করে দেখে ...." Commercial interests of these channels as business entities rather than as social service non-governmental organisations . "

৮] সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করলে নানা ধরনের শাস্তির সম্ভাবনা ..." For being targeted by the government for failure to toe the line ."

গদি মিডিয়ার কথা বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় 'রিপাবলিক টিভি'র কথা। যার কর্ণধার প্রাতঃস্মরণীয় অর্ণব গোস্বামী। তিনি এই চ্যানেলের সম্পাদক ও খবরের সঞ্চালক। কোন রাখ-ঢাক না করেএই চ্যানেল থেকে বিজেপি ও আর এস এসের প্রচার চালানো হয়। ছড়ানো হয় ভুয়া খবর ও সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা। বিজেপি সাংসদ রাজীব চন্দ্রশেখরের অর্থ সাহায্যে রিপাবলিক টিভির যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালে। উত্তর কোরিয়ার সংবাদ মাধ্যম এবং আমেরিকার ফক্স নিউজের সঙ্গেই এর তুলনা চলে।

'দ্য টাইমস গ্রুপে'র চ্যানেল ' টাইমস নাও'। সভাপতি হলেন ইন্দু জৈন। সরকারের প্রতি অগাধ ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ ইনি 'পদ্মভূষণ' লাভ করেছেন। ঘোর জাতীয়তাবাদী ও ঘোর বিজেপি সমর্থক চ্যানেল।

হিন্দি নিউজ চ্যানেল 'আজ তকে'র ভগ্নীপ্রতিম চ্যানেলরূপে 'ইন্ডিয়া টুডে' চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ ২০০৩ সালে। অরুণ পুরী চ্যানেলের চেয়ারম্যান। এই চ্যানেলে বিজেপি ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রচার চালানো হয়।

সি এন এন নিউজ১৮ শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন। আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্ট্রিজের অধীনে চলে ৬৫ টি চ্যানেল। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আম্বানির ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত।

জি নিউজের মালিক সুভাষ চন্দ্র বিজেপির সমর্থনে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন। তাই এই চ্যানেলে হিন্দুত্বের পক্ষে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। প্রাতঃস্মরণীয় সুধীর চৌধুরী এই চ্যানেলের প্রধান সম্পাদক ও প্রাইম টাইমের সঞ্চালক। সুধীর যেন রিপাবলিক টিভির অর্ণব গোস্বামীর প্রতিরূপ। প্রকাশ্যে তিনি বিজেপি, আর এস এস ও সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদির প্রচার চালান। ফেক বা মিথ্যে সংবাদ পরিবেশনে এই চ্যানেলের জুড়ি মেলা ভার।

২০০৪ সালে রজত শর্মা ও তাঁর স্ত্রী রিতু ধাওয়ান চালু করেন 'ইণ্ডিয়া টিভি' চ্যানেল। ছাত্রাবস্থায় শর্মা ছিলেন এবিভিপি-র সদস্য। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু রজত শর্মা। মিথ্যে খবর না পরিবেশন করলেও সত্যকে গোপন করা হয় সুকৌশলে। ফিল্ম সিটি অফিস থেকে বিতাড়িত হলে তাঁকে বিজেপি নতুন অফিস নির্মাণ করে দেয়। বিজেপি সরকার শর্মাকে ২০১৫ সালে পদ্মভূষণ দিয়েছিল।

অরুণ পুরীর 'ইণ্ডিয়া টুডে গ্রুপে'র চ্যানেল ;আজ তক'। এই চ্যানেলের সঞ্চালক অঞ্জনা ওম কাশ্যপ, রোহিত সারদানা, স্বেতা সিং মুসলমান বিরোধী সংবাদ প্রচারের জন্য বিখ্যাত।

এবিপি নিউজের মালিক অভীক সরকার। প্রথম দিকে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করলেও সাংবাদিক পুণ্যপ্রসূন বাজপেয়ি ও অভিসার শর্মার প্রতি বিজেপি নেতৃত্ব ক্রুদ্ধ হতে এই চ্যানেল ভোল বদলাতে শুরু করে।

'সুদর্শন নিউজে'র চেয়ারম্যান সুরেশ চ্যবন দীর্ঘদিন আর এস এসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন তাঁর সাংবাদিকতার ভিত্তিতে আছে হিন্দুত্বের আদর্শ। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।

'নিউজ নেশনে'র সম্পদক দীপক চৌরাশিয়াকে মোদির হাতের পুতুল বলা হয়।

'ইণ্ডিয়া ২৪' এর পেছনে আছেন বিজেপি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদের বোন অনুরাধা প্রসাদ। এই চ্যানেলের সঞ্চালক আমিশ দেবগণ অর্ণব গোস্বামীকে গড ফাদার মনে করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজাইনফোল্যাব নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাঁদের একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেলজিয়াম, জেনেভাসহ বিশ্বের ৬৫ টি দেশ থেকে ২৬০টিরও বেশি ওয়েবসাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের কাজ হল ভারতকে সুবিধা দেবার জন্য পাকিস্তানের ক্রমাগত সমালোচনার মাধ্যমে ইইউ এবং জাতিসংঘকে প্রভাবিত করা।

বেশির ভাগ ভুয়া ওয়েবসাইটের নাম রাখা হয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের ভুয়া সাইটের নামে।

ফেক নিউজ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার বিরাট ভূমিকা। 'স্ট্যাটিস্টা'র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে ভারতে ২০১৫ সালে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতেন ১৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ; কিন্তু ২০২০ সালে সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজারে। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ম্যাসেঞ্জার এই সোশ্যাল মিডিয়ার উপাদান।

পরিতোষ পাল 'সোশ্যাল মিডিয়া ও ফেক নিউজ' নিবন্ধে লিখেছেন, "অপরিহার্য এই গণমাধ্যমটি বর্তমানে আর নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ভুল খবর, বানানো খবর, উদ্দেশ্য প্রণোদিত খবর, গুজব ও হিংসাত্মক নানা ধরনের ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করার ফলে ফেক নিউজের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে।

" প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন সব খবর, ভিডিয়ো আমরা দেখি যেগুলো সত্য হতে পারে আবার না ও হতে পারে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতার বশবর্তী হয়ে, কোনরকম যাচাই-বাছাই না করেই তা ছড়িয়ে দেবার কাজ করেন। এমন কি নানা ধরনের গুজবও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে নানা প্রান্তে। গত কয়েক বছরে ভারতে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবের মাধ্যমে ফেক নিউজ স্টোরির সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে।

" ফেক নিউজ নানা ধরনের হতে পারে। মিস ইনফরমেশন, ম্যাল ইনফরমেশন ও ডিস ইনফরমেশন। মিস ইনফরমেশন হল এমন সব ভুল খবর যেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে ব্যবহারকারী প্রচার করে দেন। আবার ডিস ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি খবরটি সত্যি জেনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। আর ম্যাল ইনফরমেশনের অর্থ যেসব খবর সত্যি হওয়া সত্বেও সেগুলো কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা সংগঠনের ওপর আঘাত হানতে পারে বা রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারে তা জেনেও প্রচার করা। "

'ইন্ডিয়া' নামে যে বিজেপি বিরোধী জোট গঠিত হয়েছে, সেই জোট গদি মিডিয়ার কয়েকজন সঞ্চালককে বয়কট করেছেন। এঁরা হলেন রিপাবলিক টিভির অর্ণব গোস্বামী, টাইমস নাও নবভারতের নাভিকা কুমার ও সুশান্ত সিনহা, আজ তকের সুধীর চৌধুরী ও চিত্রা ত্রিপাঠি, নিউজ ১৮ নেটওয়ার্কের আমন চোপড়া–আমিশ দেবগণ -আনন্দ নরসিংহ, ভারত ২৪এর রুবিকা লিয়াকত, ইণ্ডিয়া টু ডের গৌরব সাওয়ান্ত ও শিব আরুর, ইণ্ডিয়া টিভির প্রাচি পরাশর , ভারত এক্সপ্রেসের অদিতি ত্যাগী , ডিডি নিউজের অশোক শ্রীবাস্তব ।

# শিশু দিবসের সাফল্য ও সার্থকতা

মহবুবুর রহমান

১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শিশু অধিকার ঘোষণার স্মরণে ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। তখন থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও ২০ নভেম্বর শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছিল।
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শিশুদের মধ্যে 'চাচা' হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন।সেই খ্যাতনামা শিশুপ্রেমীকে শ্রদ্ধা জানাতেই ১৪ নভেম্বর শুরু হয় শিশু দিবস পালন। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ২০ তারিখ পালন করা হত শিশুদের এই বিশেষ দিন। এদিন সারা দেশের স্কুলগুলোতে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। একইসঙ্গে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানানো হয় দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে।
মূলত শিশুর মৌলিক অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে এই দিনটি পালন করা হয়।
১৯৬৪ সালের ২৭ মে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ১৪ নভেম্বরকে "জাতীয় শিশু দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন থেকে দিনটি ভারতে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
গতকাল ১৪ নভেম্বর ছিল সেই ধারানুক্রমিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমন্ডীত শিশুহিতে পালিত বিশেষ দিবস,,"শিশু দিবস"।এবছরও চিরাচরিত ভাবে দেশের প্রতিটি স্কুলে রকমারি অনুষ্ঠানাদি আয়োজিত হয়েছে ।তা স্বাভাবিক, হওয়া চাই।তবে কোথাও যেন মনে হয় সেটা খোলস সর্বস্ব!নেই কোনো সার!ভেতরটা ফাঁকা ও ফাঁপা!কেবলই যেন এক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র!নেই কোনো সার্থকতা!
একথা অনুধাবন করতে হবে,পৃথিবীর প্রত্যেক শিশু যেন ন্যূনতম জীবন যাপন করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সবারই। এজন্য শিশুদের সুযোগ দিতে হবে নানা ক্ষেত্রে। এমনকি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজেও। তাতে শিশু যেমন নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝতে পারবে, তেমনি সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধের জায়গাও তৈরি হবে। এতে করে শিশুরা নিজেদের অবস্থানকে শক্ত জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে, নিজের জন্য, অন্য শিশুর জন্যও।
মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে অসহায় হচ্ছে শিশুরা। বড় হয়ে ওঠার জন্য বড়দের উপর শিশুদের নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, দুনিয়ায় যেকোনো দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। সে দুর্যোগ প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম- যে রকমই হোক না কেন। তার ওপর রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি বড়দের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি, সঠিক মনোযোগ এবং সঠিক পরিচর্যার অভাব।তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।
আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। চারাগাছ থেকে যেমন সহসাই ফুল-ফল মেলে না, সুমিষ্ট ফলের জন্য এবং সুবাসিত ফুলের জন্য চারাগাছকে যেমন অতি যত্নে লালন-পালন করে বড় করে তুলতে হয়, তেমনি শিশুদেরও যত্ন প্রয়োজন। শিশুর প্রতি এই যত্নের গুরুত্ব থেকেই শিশু দিবসের সূচনা। এই শিশুযত্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতেই সরকারী বেসরকারী তরফে শিশুহিতে আয়োজিত রকমারি অনুষ্ঠান।
শিশু দিবসের জন্মের গুরুত্বটা কাগজে-কলমে প্রথমে বুঝেছিলেন ড. চার্লস লিওনার্দো ১৮৫৭ সালে। তখন তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের চেলসিয়ার ইউনিভার্সাল চার্চের যাজক। জুনের দ্বিতীয় রোববার শিশুদের যত্নের জন্য দিনটি বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছিলেন তিনি।
লিওনার্দো দিনটির নাম দিয়েছিলেন রোজ ডে বা গোলাপের দিন বলে। পরে দিনটি ফ্লাওয়ার সান ডে বা ফুলেল রোববার নামে পরিচিত হয়। তারও পরে দিনটিকে চিলড্রেনস ডে যে বা শিশুদিবস হিসেবে অভিহিত করা হয়।
তবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শিশুদিবস পালনের কৃতিত্ব তুরস্কের। ১৯২০ সাল থেকে রীতিমতো ছুটি দিয়ে তুরস্কে ২৩ এপ্রিলকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হতো। যদিও সেটা কোনো রাষ্ট্রীয় ঘোষণার মধ্যে ছিল না। তুরস্কের জাতির জনক কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্রীয়ভাবে শিশুদিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন ১৯২৯ সালে।
শিশু অধিকার ও সুরক্ষায় প্রত্যেকের অবস্থান থেকে নজর দেয়া একান্ত জরুরি। এর পাশাপশি সাংবিধানিক অধিকার ও অঙ্গীকার অনুযায়ী সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশ এবং আনন্দময় পরিবেশে শিশুকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষায় গড়ে তোলা কেবল জরুরিই নয় সময়ের দাবি বটে।
শিশুদের প্রতি সচেতনা তৈরির এই জরুরি কাজটা করবে কারা? এককথায় সমাজের সবাই। শিশুর বাবা-মায়ের পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষিকা,নার্স , ডাক্তার, সরকার, সমাজকর্মী, ধর্মীয় ও কমিউনিটির প্রবীণ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, তরুণ যুব সমাজ সমাজ এবং সর্বোপরি শিশুদের নিজেদের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই শিশুর জন্য দেশ, জাতি-সমাজ তথা বিশ্ব হবে সুন্দর,অনুপম,সমৃণ ও সাবলীল।
শিশু দিবসের জাতিসংঘের চাওয়া শিশুকে শিশুর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া। এতে করে শিশুরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করবে জাতিতে, গোষ্ঠীতে। নিজেরা নিজেদের উৎসাহ দেবে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে।
আর এসবের মাধ্যমে এই শিশুরাই একদিন হয়ে উঠবে সমাজ-সচেতন, রাষ্ট্র-সচেতন, আত্ম সচেতন , সর্বোপরি অধিকার ও কর্তব্য সচেতন। বিশ্বে পনেরো কোটিরও বেশি পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত। যা জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থি, শিশু অধিকারের পরিপন্থি। এর নিকেশে আজ আমরা বিশ্ব মানব কতটুকু তৎপর?
দুঃখজনক বিষয় হলো,মাতৃদেশ ভারত সহ পুরো বিশ্বে শিশুহিতে পালিত এ দিবস আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর হলেও বাস্তবিক শিশুকল্যাণে আমরা সমূহ বিশ্ব মানব আজ চরম ব্যর্থ ও অধ্বঃপতিত! যদি প্রশ্ন আসে,শিশুদেরকে আমরা কতটা ভালোবাসি ? তাহলে তার উত্তরে কি বলতে পারবো ? গত বছরের জাতীয় শিশু দিবসের পর থেকে এ বছরের এই শিশুদিবস পর্যন্ত যতগুলো শিশু শিশুশ্রমের শিকার হয়েছে তার কি যথাযথ হিসেব আমরা জানি? কতগুলো শিশু অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান,শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার কি কোনো সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জ্ঞাত? কতগুলো শিশুকে বিশ্বব্যাপী হত্যা ও নির্যাতন করা হয়েছে এর কি কোনো সঠিক তথ্য আমাদের আয়ত্বে আছে? উপরন্তু আমরা বিশ্ববাসী আজ অনৈতিক ভাবে অহরহ শিশুভ্রুণ হত্যা করেই চলেছি!তাই তো অনেক সময়ই যেখানে সেখানে ডাস্টবিনে জীবিত বা মৃত কচি শিশুকলিদের আর্তনাদের খবর প্রকাশ্যে আসে! অপ্রকাশিত কত যে রয়ে যায় পাছে,তার হিসেব কে রাখে!
ছিঃছিঃ! ভাবা দরকার এসবের জন্যই আমাদের কে পরকালে একদিন জবাবদিহি হতে হবে।
আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান মন্ত্রী মোদিজীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিশুকল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিলেও সেগুলোর যথার্থ সফল বাস্তবায়ন কতটুকুই বা হয়েছে?এ ব্যাপারে আমরা দেশবাসী বেখবর। আমাদের দেশ ও রাজ্যে কিছু অমানুষ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হিতে বরাদ্ধ সরকারী স্কলারশিপ ও মধ্যাহ্নভোজের টাকায়ও অনৈতিক ভাগ বসায়! কেলেংকারী করে!
আর তাই অনেক শিশু অর্থাভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়? এসবের জন্য দায়ী কে?অনেক শিক্ষক মোটা মোটা মাইনে নিয়ে স্কুল কামাই করে! আফসোস! আফসোস! এসব ক্ষেত্রে আমরা আম জনতাকে সরকার ও প্রশাসনের সহযোগি হয়ে অশুভ শক্তির নিকেশ ঘটিয়ে সমাজের প্রতিটি শিশুর সংবিধান স্বীকৃত সমূহ অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।
আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির চূড়ান্ত যুগে ও সভ্যতার শীর্ষ কালে আজ দেশ তথা বিশ্ব পরিমণ্ডলে সেই কমল, আশরাফ,ফারহা, অনিল,রাকিব,রাজা, শহীদুল দের থেকে শুরু করে মায়ের হাতে শিশুখুনের মত ঘটনা ঘটেছে প্রায়ই । চুরির অপবাদে, কাজ না করার অপরাধে, মোবাইল চুরির অপবাদে, মাছ চুরির অপবাদে, গোষ্ঠীগত , রাষ্ট্রগত, ধর্মগত শত্রুতার সূত্র ধরে শিশু হত্যার মিছিল যাচ্ছে বিশ্বমানবের দ্বারসম্মুখে আর ক্রমশ সে মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে । ক্রিকেটারের বাসার কাজের মেয়েটিকে অবর্ণনীয় নির্যাতনের গল্প আমরা শুনেছি, বিচারকের বাসা থেকে, এমপির বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নির্যাতিত-রক্তাক্ত শিশু । শিশুর বস্তাবন্দী লাশের খবর তো এখন গণমাধ্যমের নিত্যদিনের যাত্রারম্ভের প্রধান রসদ। শিশুর ভবিষ্যত অন্ধকার ভেবে গর্ভধারীণি মা তার সন্তানকে হত্যা করে ফেলছে । পরকীয়ার বলি হচ্ছে শিশুরা । অবৈধ রক্তের অনুরণনের ফলে যে শিশুর আগমন ঘটছে সে শিশুর দায়িত্ব নিতে ধর্ম, রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তি নারাজ । তারপরেও পরিচয়হীন পথ শিশুর লাইনটা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে । শিশুদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাদকদ্রব্য পাচারের কাজে । ভ্রষ্ট রাজনীতিতেও শিশুদের দিয়ে নানা কায়েমী স্বার্থ উদ্ধারের খবর মিডিয়ায় আসছে । ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে লক্ষাধিক শিশুকে । শিশুদেরকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে । এক শ্রেণীর মানবরূপী কুলাঙ্গার শিশুদের ওপর বলৎকার করছে । শিশু ধর্ষণের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । শিক্ষার নামে শিশুদের কাঁধে চড়িয়ে দেয়া হচ্ছে রাজ্যের বই । সে সব বইয়ের অধিকাংশের জ্ঞান কিংবা ওজন-কোনটাই বহন করার ক্ষমতা শিশুদের নাই; তারপরেও দেয়া হচ্ছে । সব মিলিয়ে ভালো নাই আমাদের শিশুরা । আমরা তাদেরকে ভালো থাকতে দিচ্ছি না! আফসোস!হায়!
আজ ফিলিস্তিন ইজরায়েলের দীর্ঘ কালীন যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণের শিকার নিরস্ত্র আমজনতা ও অগণিত শিশুকিশোর!আজ গাঁজার প্রতিটি বালুকণা থেকে ধেয়ে আসছে মাতৃহারা,বোমাবিধ্বস্ত রক্তাক্ত কোমলমতি কচিকলিদের আর্তনাদের চিৎকার! প্রতিটি শিশুর শরীর থেকে বেরুচ্ছে গোলাবারুদের গন্ধ!আজ বিশ্ব বিবেক গতিহারা, মতিভ্রম ঘটেছে সবার!আজ বিশ্ব মানবতা নীরব দর্শক মাত্র! পৃথিবীর সমূহ শক্তি ধর সার্বভৌম শান্তির জ্ঞান বিলানো ও মানবতার ফেরিওয়ালারা আজ গভীর ঘুমাচ্ছন্ন! এমনকি বিশ্ব শিশু দিবসের ঘোষক,ধারক ও বাহক বিশ্বজনীন সংস্থা জাতিসংঘ আজ মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে! বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত মানের কোনো পদক্ষেপ অদৃশ্য!আফসোস! সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে মত দিয়েছেন,তাই সাধুবাদ জানাই। তবে সাম্য,মৈত্রী,মানবতার বিশ্বগুরু ভারতনেতার আরোও কঠোর দাবি উত্থাপন সময়ের দাবি। মনে রাখতে হবে,"রিভেঞ্জ অফ নেচার" বলে একটা বিষয় রয়েছে। বলাবাহুল্য,আমাদের সবার একবার প্রাণবায়ু বের হবে।সবাইকে শেষ বিচারের কাঠগড়ায় সব কিছুর জবাবদিহি করতে হবে।
সাবধান!
জাতীয় শিশু দিবস তথা আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ও শিশু সপ্তাহ পালনকে আমি স্বার্থক শিশু দিবস হিসেবে মেনে নিতে চরম লজ্জিত ও দুঃখিত । যে সময়ে অজস্র-অসংখ্য শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে, নির্যাতনের মাধ্যমে , তাদেরকে শারীরীক ও মানসিকভাবে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, সেখানে ঘটা করে এমন শিশু দিবস পালনের তাৎপর্য ,সাফল্য ও সার্থকতা কোথায় ?
তবুও বলব, আজ এক্ষণে শিশু দিবস তথা শিশু সপ্তাহে আবারও নতুন করে শপথ নিই, আমরা বিশ্ব মানব ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমাদের শিশুদেরকে নিরাপদে রাখবো এবং আনন্দ দেব।কবি সুকান্তের 'ছাড়পত্র' কবিতার ঘোষণা
"এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি-নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"
মতে – যেন আমরাও অঙ্গীকার করি এ দেশ তথা বিশ্বের প্রতিটি শিশুর সাথে, নিজের সাথে,বিশ্ব মানব সভ্যতার সাথে।
পরিশেষে বলি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুক বিশ্ব মানবতা।বন্ধ হোক রক্তপাত, শিশুহত্যা!বিশ্ব শান্তির জয়ধ্বনি গায়কদের হোক বোধোদয়, বিশ্ব মাঝারে আবারো হোক শান্তি সাম্যের দীপ্ত মশাল উদয়।বিশ্ব থেকে বিদায় নিক শঙ্কা ত্রাস, এ ভুবন হোক এক শান্তির অনুপম নিবাস।জয় হিন্দ।জয়□বিশ্ব মানবতা।

## ভাত

তাপস কুমার বর

রাস্তার মধ্যিখানে কত বোবা শালিকগুলো কাঁদে,
শরীর গুলো জীর্ণ কঙ্কাল
দিনে দিনে অভুক্ত থেকে থেকে!
মানবতার চুল্লি তুমি
বিবেক দিয়েছো পুঁড়ে
খাদ্য ওদের থেকে গেছে
হাজার বছরের প্রতিশ্রুতির ঘরে!
থালাগুলো জং পড়ে পড়ে
চিহ্ন রেখেছে স্মৃতি করে।
কবে ওদের খাদ্য জুটবে?
এক থালা সাদা ভাত
শুধু দিনে একবার পাবে!

হায়রে বিবেক!
তোমার বিবেকে জং ধরেছে
চুল্লিগুলো স্বার্থের আগুন জ্বেলে।
কবে বোবা কঙ্কাল শালিকের
ফুটো থালাতে ভাত জুটবে?
বিবেকগুলো কেঁদে কেঁদে
নর্মমার খাবার কুঁড়িয়ে খাচ্ছে!

আমার তোমার কবে মানবতা জাগবে
যদি তুমি আমি বিবেকের চুল্লি জ্বালিয়ে
ভাতগুলো বিবেকের চুল্লিতে ভাসিয়ে দিতে!
হয়তো সেদিন শত শত
বোবা কঙ্কাল শালিক নতুন বাঁচার আস্বাদ পাবে।

## ছড়া-ছড়ি

### আল আকসা

উমর ফারুক

গভীর রাতে স্নিগ্ধ আলোয়
জোছনা মাখা চাঁদ
সেই আলোতে দানবের দল
হয়েছে উন্মাদ।
জ্বলছে আগুন ঝলসে গেছে
সিরিয়া লেবানন
লাগছে সে আঁচ মস্কো চিনেও
জ্বলছে রণাঙ্গন ।
নির্বিচারে ছুঁড়ছে বোমা
জ্বলছে বাড়ি ঘর
হতায় লীলায় উঠছে মেতে
উঠছে গাজায় ঝড়।
শান্তি কোথা উড়িয়ে ধোঁয়া
বোমা বিস্ফোরণ
ছাড়বে না কেউ আপন ভিটে
এটাই মরণ পণ।
প্রাণের চাওয়ার শক্ত খুবই
এই দাবীতে মৃত্যু হোক
করবে লড়াই ছাড়বে না হাল
বাড়ুক আরো মৃত্যু শোক!

### খুকির পুতুল

কোমল দাস

ভাই ভেঙেছে আমার পুতুল
এক্ষুণি এর চাই বিচার,
মুচকি হাসি হাসছে আবার
ঐ... দেখ মা মুখটা তার!
পুতুলে ওর কেন হেলা?
মন্দ কি মা পুতুল খেলা?
কঠিন বিচার না পেলে এর
ভাত খাব না আজকে আর।

### হেমন্তকাল

তপন মাইতি

কার্তিক অঘ্রাণ হেমন্তকাল
আসছে প্রচণ্ড শীত
খেঁজুর রসে নলেন গুঁড়ের
শিশির ভেজা সংগীত।
ধানের শীষে দোল ধরেছে
হীমেল উত্তর বাতাস
স্বর্ণচাঁপার সুবাস ঢালে
মাতাল পাগল আকাশ।
কৃষাণ ভায়া শান দিয়েছে
হাতে বাঁকা কাস্তে
কোমর বেঁধে শষ্য কাটছে
গান ধরেছে আস্তে।
হেমন্ত রাত শুকিয়ে ঘাম
জুড়িয়ে দিচ্ছে মন
হীমেল চাঁদে মায়া ভীষণ
থুথুরে যেন বন।

### শীত

তাজুল ইসলাম নাহীদ

হেমন্ত আজ নিলো বিদায়
শীত এসেছে বলে,
চাদর গায়ে অগ্নি তাপে
বসবো দলে দলে।
শীতের পাখি যাবে ডাকি
কিচিরমিচির করে,
অতিথি সেই পাখি দেখে
মনটা যাবে ভরে।
পাড়া গাঁয়ের প্রতি ঘরে
করবে নানান পিঠা,
খাবো আরো খেজুর তাড়ি
লাগবে ভীষণ মিঠা।

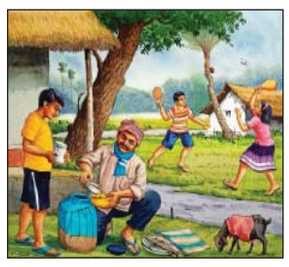

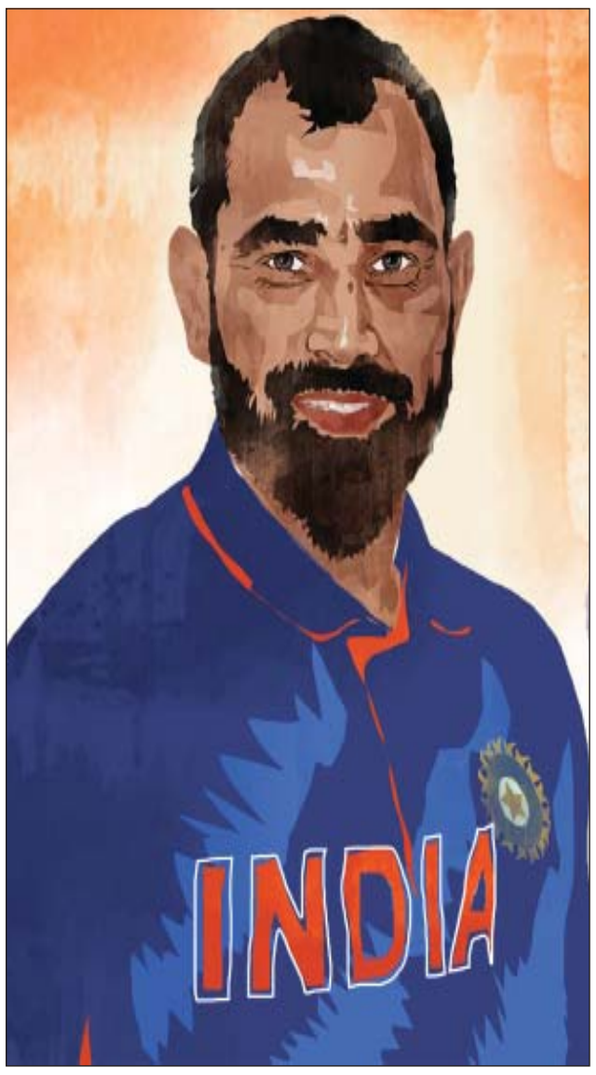


## জীবনযুদ্ধে জয়ী শামি

সুরাবুদ্দিন সেখ

উইকেট পতনের ম্যাজিক দেখাও নাম তোমার শামি
অগ্নিসমুদ্র পার হয়ে হয়েছো অনেক দামি,
গন্তব্যপথে চলতে গিয়ে পেয়েছো আঁধার তুমি
আঁধার কাটিয়ে পেলে তুমি সোনার আলোর ভূমি।

চতুর্দিকের কত কাঁটা ফুটতো তোমার বুকে
রক্তক্ষরণ হয়েও সোজা পড়োনি তুমি ঝুঁকে,
বুকে সাহস মুখে হাসি খেলা শুরু হলে
উইকেট পতন ঘটতে থাকে তোমার হাতের বলে।

স্বপ্নের ভবন ভাঙেনি তোমার হৃদয় ভবের ঝড়ে
তোমার লক্ষ্য হয়েছে সফল কষ্ট গেছে ঝরে,
তোমায় নিয়ে ধরেছিল অনেকজনের জ্বালা
তাদের গলায় পড়িয়ে দিলে সুরভি ফুলের মালা।

তোমায় নিয়ে ভাবছে মানুষ তুমি দেশের গৌরব
পাছে যারা লেগেছিল ছড়াক প্রীতির সৌরভ,
আগামী দিনে হয়ে ওঠো দেশের সেরার সেরা
টার্গেট থাকে মনের মাঝে জয় না করে ফেরা।

## হয়তো তুমি আসবে

শংকর সাহা

হঠাত ফোনটা রেখে দেয় তুলিকা। বারে বারে ফোন করলেও তুলিকা ফোনটি রিসিভ করেনা। তুলিকা যে কতটা অভিমানী তা হয়তো এই দীর্ঘ সাত বছরের সম্পর্কে রাজদ্বীপ বেশ বুঝতে পেরেছে।
" প্লিজ! এমন করোনা তুলিকা, তুমি ভুল ভাবছো আমায়? "
রাজদ্বীপের এই মেসেজটি আজও শেষ স্মৃতি রয়ে যায় তুলিকার ফোনে।
সেদিন ছিল শুক্রবার। বি.এড. এর পরীক্ষা শেষে তুলিকা বিকেলে মিলেলিয়ান পার্কে রাজদ্বীপের সঙ্গে আজ দেখা করার কথা। সবই ঠিকঠাক ছিল।অফিস থেকে বেরিয়ে তাদের বিকেলে দেখা হবার কথা। সেইদিন অফিসে স্টাফ কম আসায় সকাল থেকে ভীষণ কাজের চাপ। 'হয়তো আজ ওভারটাইম ডিউটি করতে হবে,কি করে তাকে আজ বলি!সে তো শুনবে না আমার কথা" এমনই ভাবতে থাকে রাজদ্বীপ।
" আমি বেড়িয়ে গেছি রাজদ্বীপ। বাড়িতে মা একা আছেন! দেরি করবে না কিন্তু? " -তুলিকার মেসেজে রাজদ্বীপ বিব্রত হয়ে পড়ে। কি বলবে তাকে? সে তো যথেষ্ট অভিমানী। তার এখনো অফিস থেকে বেড়োতে দেরী আছে।
ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে ছয়টা। হঠাত রাজদ্বীপের মেসেজ," অপেক্ষা করো ! আমি এই আসছি।ভীষণ কাজের চাপ। ফিরে সব বলছি!"
-" তোমায় আর আসতে হবেনা, আমি বেড়িয়ে গেছি ।রাখছি"-বলে ফোনটি কেটে দেয় তুলিকা।
-আমি বেরিয়ে গেছি তুলিকা। একটু অপেক্ষা করো।
-আমি তোমায় আসতে বলেছি? প্লিজ রাজদ্বীপ। ! তুমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, জাস্ট ক্যাজুয়াল তুমি সব ব্যাপারে। আমি দেখা করতে চাই না।রাখছি!
-রেখো না। এত অবুঝ হচ্ছো কেন তুমি? কী এমন করলাম! ভালোবাসা দেখাতে এসো না তো আর আহ্লাদ করোনা। তুমি ফিরে যাও। পরে কথা হবে। রাখছি। বলে ফোনটি সুইচ অফ করে দেয় তুলিকা।
- না, আমি আসবোই। মরে গেলেও আসবো...একটু খানিই তো পথ বাকি, ফিরে যেওনা! ।প্লিজ তুলিকা.....
বাড়িতে ফিরে ফোনটি সুইচ অফ করেই রেখে দেয় তুলিকা।রাত তখন দশটা। পাশের ঘরে টিভিতে নিউজ দেখছেন তুলিকার মা! আজ জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনেকে, নিহত সাত। নিহতের মধ্যে একজন রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাঙ্কের কর্মী রাজদ্বীপ সান্যাল.....। বয়স ত্রিশ।
খবরটি শোনা মাত্র তুলিকা স্তম্ভিত হয়ে যায়।এই ঘটনার পরথেকে আর কারো সাথে একটি কথাও বলেনি তুলিকা। হাতের মোবাইলটি সুইচ অন করে দেখে রাজদ্বীপের শেষ মেসেজ, " মরে গেলেও আসবো.....!

# অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের লালগোলার জাহিরের ক্রিকেট ঝড় পাটনায়

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** একের পর এক ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। এবার বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে কোচবিহার ট্রফির ১৭ জনের অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা ক্রিকেট দলের হয়ে পাটনায় খেলতে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী লালগোলার ভূমিপুত্র জাহির আহমেদ।

তবে এতদূর আসার গল্পটা সহজ ছিলো না। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী লালগোলার ঝাউবোনা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক আব্দুল তাহিরের পুত্র জাহির আহমেদ। দরিদ্র পরিবারে খরচ কমাতে ছোটবেলায় তাকে মামার বাড়ি লালগোলার গাবতলা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই বড়ো হয়ে ওঠা, ছোট থেকেই ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ জন্মানো। লালগোলা এম এন একাডেমী স্কুলে পড়াশোনার পর বর্তমানে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র জাহির। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ অতটা না থাকলেও ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা তার ছোট থেকেই। মামার বাড়িতে থেকেই স্থানীয় নেতাজি কুঞ্জ পরিচালিত দেবীরানি রায় ক্রিকেট কোচিংয়ে অংশগ্রহণ করে এবং ক্লাব কর্তা সুভরঞ্জন রায়ের তত্ত্বাবধানে ক্রিকেট শিখতে থাকে সে। ২০১৮ মরশুমে অনূর্ধ্ব-১৪ মুর্শিদাবাদ দলের অধিনায়ক ছিলো জাহির। ২০১৯ সালে পরপর তিনটি ম্যাচে তিনটি সেঞ্চুরি করে অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা দলের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয় সে। ২০২১ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পায় জাহির। তার মধ্যেই স্থানীয় ক্রিকেটে একেরপর এক ম্যাচে সেঞ্চুরি এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে রেকর্ড গড়ে জাহির। ২০২৩ -এর সেপ্টেম্বর মাসে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা ক্রিকেট দলে পাকাপোক্ত ভাবে জায়গা দখল করে জাহির আহমেদ। নভেম্বরে বাংলার হয়ে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে কোচবিহার ট্রফি খেলতে পাটনায় গিয়েছে সে। শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিংয়েও দুর্দান্ত পারফরমেন্স তার। ১৩০ কিলোমিটারের অধিক গতিবেগের রেকর্ড গড়েছে জাহির। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান এবং ডানহাতি বোলার জাহির বাংলার দলে জায়গা করে নেওয়ায় খুশিতে মাতোয়ারা সীমান্তবর্তী লালগোলা সহ মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী।

তবে যাদের কারণে ক্রিকেটের মাঠ ছাড়তে পারেনি জাহির, সেই উজ্জ্বল মিত্র, মোশারফ হোসেন, সৌরভ রায়, অরিন্দম বিশ্বাসের নজর এখন কোচবিহার ট্রফির স্কোর বোর্ডের দিকে। সমগ্র বাংলা যেন বলছে 'জাহির তুমি পারবেই'।

# ভারতের ১,৩০,০০০ সমর্থককে 'চুপ' করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য কামিন্সদের

**আপনজন ডেস্ক:** এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আলোচনায় ভারতের সমর্থকেরা। বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি বেশি থাকার কথা। ভারতের প্রতিটি ম্যাচের ভেন্যুতেই গ্যালারিতে একচেটিয়া দখল ছিল তাদের সমর্থকদের। বিশেষ করে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। এর আগে এই স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ লাখ ৩০ হাজার ভারতীয় সমর্থক গলা ফাটিয়েছে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের সমর্থনে।

আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখানেই ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত। আগামীকালও সেখানে ভারতকে সমর্থন দিতে গ্যালারিতে থাকবে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার সমর্থক। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক হয়তো থাকবে হাতে গোনা কয়েকজন! সব মিলিয়ে বলাই যায় অস্ট্রেলিয়াকে লড়াই করতে হবে ভারতের বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের গগনবিদারী চিৎকারের বিপক্ষেও। এটা কীভাবে সামলাবেন প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্করা? ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে আজ এমন এক প্রশ্নের উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স যা বললেন, সেটার মানে দাঁড়ায় ভারতের এই বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য তাঁর দলের!

সংবাদ সম্মেলনে কামিন্স বলেছেন, 'আমি মনে করি, আপনাকে এটা সামলাতে হবে। নিশ্চিত করেই দর্শক থাকবে একপেশে। কিন্তু খেলায় তো এমন বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার চেয়ে সন্তুষ্টির আর কিছু হতে পারে না। আমাদের আগামীকালের লক্ষ্য এটাই।'

কামিন্স এরপর ভারতের সমর্থকদের সামলানোর বিষয়ে বলেছেন দেশটিতে খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা, 'ভারতে আমরা অনেক খেলি। তাই দর্শকদের চিৎকার আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আমি মনে করি, এবার হয়তো আগের চেয়ে একটু বেশিই হবে। তবে এটা এমন কিছু নয় যে যেটার মুখোমুখি আমরা আগে হইনি।'

# কোহলি-রোহিতকে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই অস্ট্রেলিয়ার

**আপনজন ডেস্ক:** রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি–বিশ্বকাপে দুজনেই নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। ৭১১ রান নিয়ে কোহলি এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। আর রোহিত করেছেন ৫৫০ রান। ভারতের অধিনায়ক এই রান করেছেন ১২৪.১৫ স্ট্রাইক রেটে।

এবারের টুর্নামেন্টে শুরুতে ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার কাজটা করেন রোহিত। আর রোহিতের গড়ে দেওয়া মঞ্চে বড় ইনিংস খেলেন কোহলি। এভাবেই বড় সংগ্রহ পায় ভারত। ফাইনালেও হয়তো এমনটাই পরিকল্পনা থাকবে তাদের। এই দুজনকে থামাতে অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনা কী?

ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়েছেন, কোহলি ও রোহিতকে নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁদের।

এবারের বিশ্বকাপে রোহিত পাওয়ারপ্লেতে ব্যাট করছেন ১৩৩.০৮ স্ট্রাইক রেটে। প্রথম ১০ ওভারেই ছক্কা মেরেছেন ২১টি। দ্রুতগতিতে রান তুলতে গিয়েই অনেক সময় বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। তবে রোহিতের গড়া মঞ্চে এসে ঠিকই পারফর্ম করেছেন কোহলি।

বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ১০ ইনিংসে আটবারই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। শতক তিনটি। গড়েছেন এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ড। সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সের কাছে এ দুজনকে আটকানোর বিশেষ পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স বলেছেন, 'আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা আছে। দুজনেই অসাধারণ ক্রিকেটার। কিছু পরিকল্পনা থাকবে, তবে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই।'

চলতি বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে তোলার পেছনে বড় অবদান রেখেছেন মোহাম্মদ শামিও। মাত্র ৬ ইনিংসে নিয়েছেন ২৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স মানছেন, শামি বড় বিষয় হতে পারেন ফাইনালে।

কোন বোলার কিংবা কোন ব্যাটসম্যান ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জ হতে পারে–এই প্রশ্নে কামিন্স বলেছেন, 'ভারত সব বিভাগেই ভালো দল। তবে একজন, যে কি না প্রথম থেকে টুর্নামেন্ট খেলেনি, কিন্তু দুর্দান্ত কিছু করেছে। সে হচ্ছে মোহাম্মদ শামি। ডানহাতি ও বাঁহাতি, সবার বিপক্ষেই সে দুর্দান্ত। ফাইনালে সে বড় বিষয়। কিন্তু তাদের বিপক্ষে আমরা অনেক খেলেছি। তাই আমাদের ব্যাটসম্যানরাও সেই সব মুহূর্ত ভাবতে পারবে, যখন তারা এই সব বোলারদের বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছে, ভালো কিছু করেছে।'

*ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়কের আনুষ্ঠানিক ছবি তোলাটাই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রীতি। আহমেদাবাদের উপকণ্ঠের ছোট শহর আদালাজের ঐতিহাসিক পাঁচতলা কূপের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই কাল সেই কাজটা সারলেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও প্যাট কামিন্স।*

# জ্যোতির্ময়ী ক্রিকেট লিগ জয় ভাঙড়ের একাডেমির

**সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়**

**আপনজন:** জ্যোতির্ময়ী প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমিকে পরাজিত করল সোনারপুরের জ্যোতির্ময়ী ক্রিকেট একাডেমি। ভাঙড় হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ২ উইকেটের জয় পায় জ্যোতির্ময়ী।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ১৬৪ রান তোলে। ২ উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় জ্যোতির্ময়ী ক্রিকেট একাডেমি। ম্যাচ সেরা হন অর্ণব দিন্দা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আবু বক্কার মোল্লা জানান, ৮ টি দলের অংশগ্রহণে ১ মাস ধরে চলবে এই লিগ। এদিন ছিল লিগের ৩য় ম্যাচ। এখনও পর্যন্ত ২ টি ম্যাচ খেলে ২ টো তেই জয়লাভ করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে জ্যোতির্ময়ী ক্রিকেট একাডেমি।

# বিশ্বকাপি ফাইনালের খেলা ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা কালিয়াচকে

**নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক**

**আপনজন:** খেলতে সবার ইচ্ছে না থাকলেও খেলা দেখার শখ প্রায় সবারই। বর্তমান সময়ে আধুনিক প্রযুক্তির ইন্টারনেটে পরিষেবায় মোবাইল ফোনের গেমেই আসক্ত যুব সমাজ। খেলার মাঠে তেমন দেখা যায় না সকাল আর বিকালের হুল্লোড়। এই সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ২০২৩ বিশ্বকাপ খেলা। যা শুধু দুই দলের মধ্যেই প্রতিযোগিতা নয় এক দেশ বনাম আর এক দেশের লড়াই। ১৯ শে নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল বিশ্বকাপ খেলা। গত বুধবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেরে ময়দানে প্রথম সেমিফাইনালে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা দেখেছে গোটা বিশ্বজুড়ে। জয়লাভ করেছে ভারত আর পৌঁছেছে বিশ্বকাপ ফাইনালে। এই সেমিফাইনালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে গোটা দেশের কাছে মহানায়ক হয়েছেন মুহাম্মদ শামী, বিরাট কোহলি, শুভমন গিল ও শ্রেয়াস লাইয়ারদের নাম। নেট দুনিয়ায় সারা ফেলেছে মুহাম্মদ শামীর ৭ উইকেটের জোয়ার। সেদিনের খেলার আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রভাব পড়েছে গ্রাম গঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় আর তারই জেরে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা দেখতে

কালিয়াচকের বিভিন্ন মোড়ে, খেলার মাঠে, রাস্তার ধারে লাইভ স্ক্রীনিং পর্দার মাধ্যমে দেখতে জোরদার প্রস্তুতি যুব সমাজের। রবিবারের ফাইনাল বিশ্বকাপ খেলা দেখবে গোটা বিশ্বজুড়ে তার সাথে কালিয়াচকের বেশকিছু এলাকাজুড়ে বিশ্বকাপ খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কালিয়াচক এল.আইসি বিল্ডিং এর সামনে, জালালপুর চৌরঙ্গী মোড়ে, আলীনগর ফুটবল ময়দানে, ছোট মহদীপুর কবিরাজপাড়া বাধে, কালিয়াচক মাস্টারপাড়া, বাবলা স্ট্যাণ্ড মোড়, পুরাতন পটলডাঙ্গা স্ট্যাণ্ডে এছাড়াও আরও বিভিন্ন জায়গায় লাইভ স্ক্রীনিং পর্দার মাধ্যমে বিশ্বকাপ খেলা উপভোগ করবে জনসাধারণ। এনিয়ে কালিয়াচকের আলমগীর খান বলেন, ভারত দীর্ঘ ১২ বছর পর ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে তাই কালিয়াচকের সমস্ত মানুষ যেন এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে পারে এটা পুরো কালিয়াচক বাসীর জন্য আনন্দ ও উৎসাহের তাই কালিয়াচকবাসীর তরফে ছোট এই উদ্যোগ। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত জিতুক এবং সকলে মিলেই এই ম্যাচ টি আমরা দেখব আর উপভোগ করব।

জান্নাতুল ফিরদৌস জানান, আমরা ভারতবাসী এতে ভীষণ আপ্লুত যে এত বছর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবছর বিশ্বকাপ খেলায় ভারত ফাইনালে। তাই এটা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। আমরা চাই যুব সমাজ ইন্টারনেট আর মোবাইল গেমে পড়ে না থেকে মাঠে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়া। স্কুল স্তর থেকে খেলাধুলায় আগ্রহী করার ব্যবস্থা ও সচেতন করতে হবে। বিশ্বকাপ জয় করুক ভারত, এটা গোটা দেশের জয়।

# রায়নার চোখে ফাইনালে ভারত অনেক এগিয়ে

**আপনজন ডেস্ক:** ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। রোহিত শর্মার ভারত চলতি বিশ্বকাপের সেরা দল, অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সেরা। লড়াইটা হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ভারত যতই এই আসরে ধারাবাহিক হোক না কেন, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো বেশ কঠিনই।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না অবশ্য বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে ভারত অনেক এগিয়ে। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতা এই ক্রিকেটার কেন রোহিত শর্মার দলকে এগিয়ে রাখছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কোহলি-রোহিতদের দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর টোটকাও। ২০১১ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ২৮ বলে ৩৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন রায়না। দলকে তুলেছিলেন সেমিফাইনালে। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে রায়না বলেছেন, 'আমার মতে, ভারত অনেক এগিয়ে। ব্যাটিং বিভাগের দিকে যদি তাকাই, প্রায় সব ব্যাটসম্যানরেই শতক আছে। খেলোয়াড়েরা ৪০০, ৫০০ করে রান করেছে। বিরাটের (কোহলি) তো ৭০০ রানের বেশি আছে, বোলাররা আছে ছন্দে। মনে হয় সূর্যকুমার এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের উইকেট ও পছন্দ করে। আইপিএলে আহমেদাবাদে ও খুব ভালোও করেছে। দেখা যাক।'

# প্রহর গুনছেন শামি

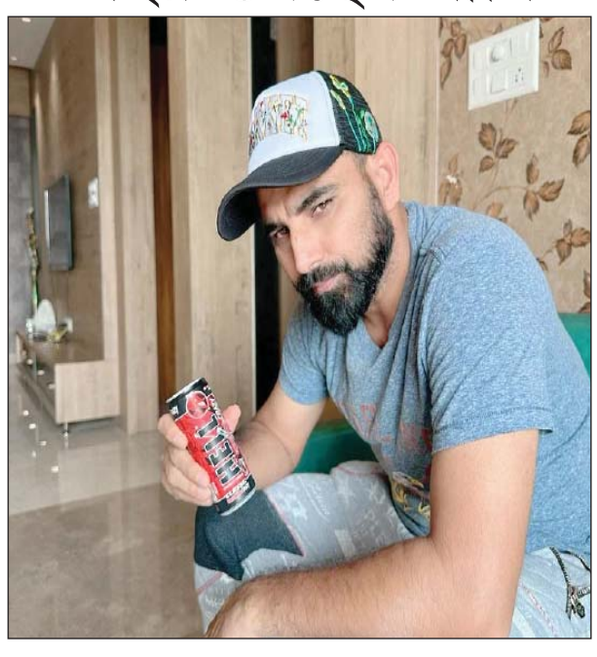

*বিশ্বকাপে শুরুর দিকে একাদশে না থাকলেও দলে ফিরে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন মোহাম্মদ শামি। বিশ্বকাপ ফাইনালে নামার আগে ২৩ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই ভারতীয় পেসার*

# সেহারবাজারে সাড়ম্বরে গোল্ডেন কাপ

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** সেহারা বাজার চন্দ্রকুমার ইন্সটিটিউশনের মাঠে সেহারা বাজার গোল্ডেন বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হল গোল্ডেন কাপ ২০২৩। ফাইনাল খেলায় বাঁকুড়া খেমুয়া মনসা মাতা কে টসে হারিয়ে বাদুলিয়া স্পোর্টিং ক্লাব জয় লাভ করে। ফাইনাল খেলায় এক একে অমীমাংসিত থাকার পর খেলা ট্রাইবেকারে যায় । সেখানেও অমীমাংসিত থাকে । তার পর টসে বাদূলিয়া জয় লাভ করে ।এই খেলায় বিজয়ী দলের পুরস্কার মূল্য ৭০ হাজার । বিজিত দলের পুরস্কার মূল্য ৫০০০০। খেলার আগে সকালে পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার

ট্রাস্টের সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক হাজী কুতুব উদ্দিন ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেহারা আউট পোস্টের ও সি প্রীতম বিশ্বাস , প্রাক্তন আইসি-সুকুমার সেন, সেহারা অঞ্চলের প্রধান পুরঞ্জয় সরকার সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা। হাজার হাজার দর্শক বেষ্টিত এই খেলায় সুন্দর মনোরম মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয় । পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে খন্ডঘোষ বিধায়ক নবীন চন্দ্র ,রায়নার বিধায়ীকা সম্পা ধারা ,জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাসবিহারী হালদার উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম ও সভাপতি মোল্লা মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ আসিফ চৌধুরী, মিলন চৌধুরী , সুমন সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ খেলা পরিচালনা করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন ।

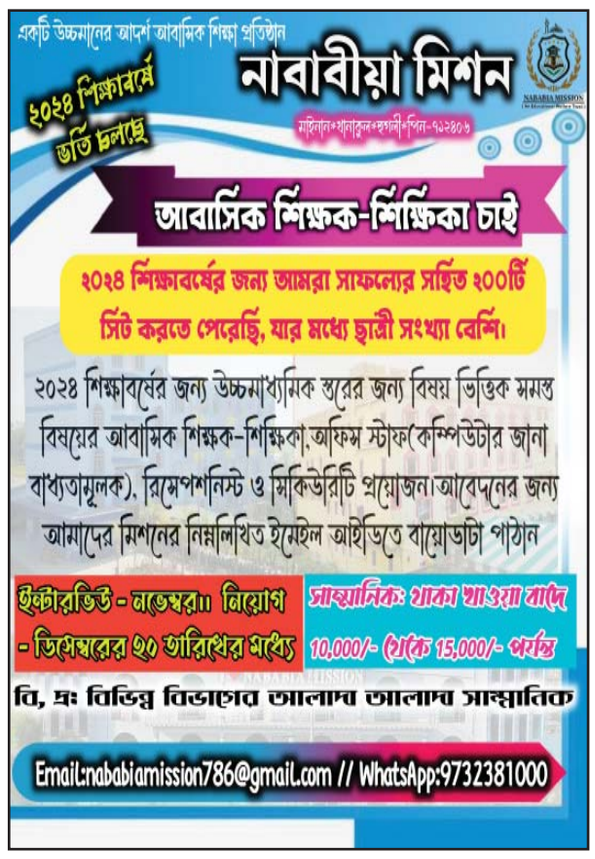

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**